মুসলিম বিশ্বকে এক হওয়ার ডাক এরদোগানের
সারে-জমিন

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা দাবি নওশাদের
রূপসী বাংলা

বিজেপির জয়ের পেছনে কারসাজির গন্ধ!
সম্পাদকীয়

দর্শন আর ধর্মের মাঝে সংহতি স্থাপনের স্থপতি ইবনে রুশদ
রবি-আসর

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১ ডিসেম্বর, ২০২৪
১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

৪ বলে ৪ ছক্কা না মেরেও ২৪ রান নিয়ে দলকে জেতালেন হারপ্রীত
খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 324 ■ Daily APONZONE ■ 1 December 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

অভিষেকের সেবাশ্রয়, হেল্প লাইন নম্বর

আসিফা লস্কর ● আমতলা

আপনজন: ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার আমতলায় ডাক্তারদের সম্মেলনে এসে নতুন একটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন। এই প্রকল্পের নাম "সেবাশ্রয়"। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রে নাগরিকদের কাছে উন্নত মানের চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্পের শুরু। জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা এলাকায় চলবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। অন্যদিকে, ডাক্তারদের সুবিধার জন্য ১০ জনের কমিটি করে দিয়েছি। তারা কোথাও কোনও অসুবিধায় পড়লে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাতে পারবেন। সেজন্য তিনি ৭৮৮৭৭৭৮৮৭৭ ফোন নম্বর দেন, যেটা ডাক্তারদের সাহায্যের জন্য অভিষেকের হেল্পলাইন নম্বর।

ওয়াকফ সংশোধনী বিল বাতিলের দাবিতে এবার সরব হল তৃণমূলও

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: নরেন্দ্র মোদীর সরকার যে ওয়াকফ সংশোধনী বিল (২০২৪) এনেছে, তার প্রতিবাদে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলকে সমাবেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার কলকাতা ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ে ওয়াকফ সংশোধনী বিল (২০২৪) বাতিলের দাবিতে সরব হন তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা। ওই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, রাজ্য সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান প্রমুখ।

এদিনের সভায় শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সংবিধানকে সম্মান করে না। রাজ্যের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করছে না। প্রসঙ্গত, ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির সদস্য কল্যাণ। কেন্দ্রকে নিশানা করে কল্যাণ বলেছেন যে, বিজেপির স্বৈরাচারী আচরণের জন্যই দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিপদের মুখে। তাঁর কথায়, 'সংবিধানের প্রস্তাবনা দেশের চোখ। বিজেপি সরকার প্রস্তাবনার সেই আদর্শ অনুসরণ করছে না।'

সমাবেশ থেকে মোদিকে নিশানা করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 'ভারতবর্ষের সংবিধানকে আপনি সম্মান দেন না, সংবিধানকে বোঝার মতো ক্ষমতা আপনার নেই।' তিনি আরও বলেন, 'ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কোনও ভেদাভেদ করা যায় না । মানুষের অধিকারকে কেড়ে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে আপনি পাবেন না। বা আপনি ইরানে যান, ইরাকে যান, তাদের সংবিধানে সেকুলার কথাটা খুঁজে পাবেন না। কিন্তু ভারতবর্ষ এমন এক দেশ, তাকে দেখতে হলে সেকুলার। ভারতবর্ষের আইন, ভারতবর্ষের মানসিকতা, ভারতবর্ষের মানুষ সংবিধানকে মেনে চলবে। সংবিধানের প্রস্তাবনা হচ্ছে সংবিধানের চোখ। সংবিধানটা কী যদি বুঝতে হয়, তাহলে যে চোখ দিয়ে দেখতে হবে। সেই চোখটাই হচ্ছ প্রস্তাবনা। চোখকে বন্ধ করে অন্ধ হয়ে কখনও কোনও জিনিস দেখা যায় না। আজ যদি মোদীজি আপনি অন্ধ হয়ে যেতে চান, ভারতবর্ষের সংবিধানকে আপনি সম্মান দেন না, সংবিধানকে বোঝার মতো ক্ষমতা আপনার নেই'।

কল্যাণ বলেন, 'ওয়াকফ কী? নিজের সম্পত্তি আল্লাহের কাছে সমপর্ণ করা। আমি যে মুহূর্তে সমপর্ণ করলাম, সেই সম্পত্তির মালিক আমি নই। সম্পত্তি মালিক হচ্ছে আল্লাহ। আইন একটা সিস্টেম তৈরি করে দিয়েছে, সেই সিস্টেমের মধ্যে এই আল্লাহর সম্পত্তিতে যাঁরা রয়েছেন, সে ওয়াকফ বোর্ড বলুন, ওয়াকফ কাউন্সিল বলুন, এবং সমস্ত ধর্মীয় মুসলিম তাঁরা দায়িত্ববদ্ধ আল্লাহর সম্পত্তি রক্ষা করতে। এই আল্লাহর সম্পত্তিকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কেন? সেটা কি সংবিধান সম্মত নাকি সংবিধান বর্হিভূত'? তৃণমূলের আইনজীবী সাংসদের কথায়, 'ভারতের সংবিধান ১২৬ ধারা বলছে, ধর্মীয় আচরণের স্বাধীনতা। একজন মুসলিমের অধিকার রয়েছে। তাহলে সেই সম্পত্তিতে যদি আঘাত দেওয়া হয়, সেই চিন্তাভাবনা, সেই বিল ভারতীয় সংবিধানের ১২৬ নম্বর ধারাকে লঙ্ঘন করে। ভারতবর্ষের বুকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিয়েছে সংবিধান। তাদের আঘাত করা যায় না। আমি হিন্দু হলেও আমার যদি মন্দির থাকে, আমার যদি জায়গা থাকে, আমার যদি ধর্মীয় আবেগ থাকে, সেই আবেগকে যেমন কেউ আঘাত দিতে পারে, তেমনি সংবিধান অনুযায়ী মুসলিম মানুষের ধর্মের আবেগকে নষ্ট করা যায় না'।

ওয়াকফ ইস্যুতে এবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম। কেন প্রমাণ দিতে হবে ভারত মাতার সন্তান ? তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সভা থেকে এই প্রশ্নই তুললেন তিনি।

অন্যদিকে ফিরহাদ বাংলাদেশে সনাতনী নেতা চিন্ময়কৃষ্ণ দাস প্রভুর গ্রেফতারি ও সেখানকার সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গেও টেনে আনেনতার বক্তৃতায়।

ফিরহাদ বলেন, "হ্যাঁ, বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে সেটা অন্যায় হচ্ছে। বাংলাদেশে সংখ্যাগুরুদের দায়িত্ব সেখানকার সংখ্যালঘু ভাইয়েদের নিরাপত্তা দেওয়া। আর তেমনই ভারতের সংখ্যাগুরুদের দায়িত্ব, এখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।

মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তীও এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান, বক্তব্য রাখেন ওয়াকফ সংশোধনী বিল (২০২৪) বাতিলের পক্ষে।

এদিনের সমাবেশের মুখ্য আয়োজক রাজ্য সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন ওয়াকফ সংশোধনী বিলকে ষড়যন্ত্র বলে দাবী করে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সঞ্জৌলি মসজিদের তিনতলা ভেঙে ফেলা বন্ধের আর্জি খারিজ

আপনজন ডেস্ক: সঞ্জৌলি মসজিদের 'অবৈধভাবে' নির্মিত তিনটি তলা ভেঙে ফেলার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের আদালতের ৫ অক্টোবরের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অল হিমাচল মুসলিম অর্গানাইজেশনের দায়ের করা আবেদন শনিবার খারিজ করে দিয়েছে জেলা আদালত। অল হিমাচল মুসলিম অর্গানাইজেশনের (এএইচএমও) আইনজীবী বিশ্ব ভূষণ সাংবাদিকদের বলেন, তাদের আবেদন খারিজ করা হয়েছে এবং বিস্তারিত আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর মসজিদের অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলার দাবিতে সহিংস বিক্ষোভ শুরু হয়। বেশ কয়েকটি হিন্দু সংগঠন এবং স্থানীয়রা এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল। একদিন পরে, লতিফ মহম্মদ, যিনি নিজেকে সঞ্জৌলি মসজিদ কমিটির সভাপতি বলে দাবি করেছিলেন এবং অন্যরা মসজিদের তিনটি "অননুমোদিত" তলা ভেঙে ফেলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং পৌর কমিশনারের অনুমতি চেয়েছিলেন।

গত ৫ অক্টোবর মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের আদালত অবৈধভাবে নির্মিত তিনটি ফ্লোর ভাঙার অনুমতি দেয় এবং প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য দুই মাস সময় দেয়। যার পরে এএইচএমও জেলা আদালতে এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করে দাবি করে যে লতিফকে মসজিদের কাঠামো ভেঙে ফেলার জন্য প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নেই মসজিদ কমিটির সভাপতির।। যদিও গত ২২ নভেম্বর হিমাচল প্রদেশ ওয়াকফ বোর্ড জেলা আদালতে ২০০৬ সালের একটি নথি পেশ করে, যেখানে লতিফ মহম্মদকে সঞ্জৌলি মসজিদ কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয়। লতিফ বলেন, আমরা কমিশনার কোর্টে আবেদন করেছি যে, শ্রমিক সংকটের কারণে মার্চ মাসের আগে অবশিষ্ট তলা ভাঙার কাজ শুরু করা যাবে না। কারণ বেশিরভাগ শ্রমিক তাদের নিজের জায়গায় চলে গেছেন। তবে আদালত যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তা মেনে নেব। এর আগে ছাদ সারানোর মাধ্যমে ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

■ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
■ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
■ ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
■ মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
■ ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
■ ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ কাঁথিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● এগরা

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের কাঁথি সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তরুণ কুমার মাইতির হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিজেপি থেকে তৃণমূলে কংগ্রেসে যোগদান করলেন এগরা ১নং ব্লকের পাঁচরোল অঞ্চলের "বিরোধী দলনেতা রাজারাম মণ্ডল তথা ধুসুরদা,বুথের মেম্বার এবং বিজেপির বুথ সভাপতি পঞ্চানন বেরা,উত্তম প্রামানিক,পূণ্য ঘড়াই,অমিত শাসমল,সুরজিৎ বেরা,রাজু প্রামানিক,আকাশ বেরা,অরুণ বেরা সহ শতাধিক বিজেপি কর্মী" যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এগরা ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সদস্য সান্তনু নায়েক,এগরা ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সত্য চক্রবর্তী সহ অনেকেই।

নেশা মুক্তি কেন্দ্রে মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: এবার বারুইপুরে নেশামুক্তি কেন্দ্রে এক যুবকের রহস্যমৃত্যু। পিটিয়ে খুনের অভিযোগে সরব পরিবার। রাগে সেন্টারে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় তাঁরা।আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরে বারুইপুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামল দেয়।নেশা মুক্তি কেন্দ্রের মালিক পলাতক।পুলিশ সূত্রে জানা গেল, মৃত যুবকের নাম সৌরভ মণ্ডল। তিনি দক্ষিণ গড়িয়া এলাকা বাসিন্দা। বছর দেড়েক আগে নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানেই থাকছিলেন সৌরভ। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সন্ধ্যার দিকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই মৃত্যু হয় ঐ যুবকের। পরিবারে অভিযোগ, মারধরের কারণে মৃত্যু হয়েছে সৌরভের। এর পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ নেশামুক্তি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালায় তাঁরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের পাশে প্রায় ১২ বছর ধরে ওই নেশা মুক্তি কেন্দ্রটি চলছে। অভিযোগ, সেখানে ভর্তি হওয়া রোগীদের প্রায়শই মারধর করা হয়। ঘটনার দিন সৌরভকেও মারধর করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে ফেলে রেখে পালিয়ে যান সেন্টারের কর্মীরা।

ভাঙড়ে বেহাল দশা ভোগালি-ভুমরু সংযোগ সেতুর

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের ভোগালি ও ভুমরু গ্রামের সংযোগকারী সেতুর বেহাল দশা। বাগজোলা খালের উপর নির্মিত কাঠের সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের ভোগালি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোগালি এবং ভোগালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুমরু গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। এছাড়া পার্শ্ববর্তী জামিরগাছি, কাটাডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের মানুষ ব্যবহার করেন সেতুটি।

"আপনজন" প্রতিনিধি গত ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে গিয়ে দেখেন সেতুটির কাঠের পাটাতন ভেঙে খালের জলে ভেসে গেছে। যেকোনো মুহূর্তে যে কেউ খালে পড়ে যেতে পারেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই বাধ্য হয়ে যাতায়াত করছেন এলাকার কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষার্থীরা। ঘুরপথে কৃষকরা উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। তাতে ব্যয় হচ্ছে অতিরিক্ত সময়। "আপনজন প্রতিনিধি সেতু দিয়ে যাতায়াতকারী কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেন এদিন। এলাকার মানুষ চান দ্রুত কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হোক। ভুমরু গ্রামের বাসিন্দা আবু সালমান "আপনজন" প্রতিনিধি কে বলেন, প্রশাসন কে অনুরোধ করছি সেতু টি আপাতত সারাই করা হোক। তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করা হোক।

আলপথ ধরে কাদা ডিঙিয়ে জুতো হাতে স্কুলে যাচ্ছে পড়ুয়ারা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: জমির আলপথ ধরে জল কাদা ডিঙ্গিয়ে জুতো হাতে স্কুলে যাচ্ছে ছাত্র ছাত্রীরা- একদিন নয়, বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে প্রতিদিনকার এই ছবিটাই দেখতে অভ্যস্ত গঙ্গাজলঘাটির নতুনগ্রাম, হালাইগড়িয়া, বাগরাকোন্দা গ্রামের মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গঙ্গাজলঘাটির ওই তিনটি গ্রামের শতাধিক পড়ুয়া দেড় কিলো মিটার দূরত্বের বিহারজুড়িয়া হাই স্কুলে পড়াশুনা করে। কিন্তু মাত্র ওই দেড় কিলোমিটার পথই চরম দূশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক থেকে শিক্ষক শিক্ষিকা প্রত্যেকের কাছে। জমির আল, ঝোপ-ঝাড় আর জল কাদা পেরিয়ে পদে পদে অসংখ্য বিপদ আর সাপের উপদ্রবকে সঙ্গী করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পৌঁছাতে হয় স্কুলে। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথেও একই সমস্যায় পড়তে হয় ছাত্র ছাত্রীদের। তবে ওই পথ মাড়াতে না চাইলে দেড় কিলোমিটারের পথ ছ'কিলোমিটার ঘুরে পৌঁছাতে হবে স্কুলে।

দীর্ঘদিনের এই সমস্যার বিষয়টি অজানা নয় প্রশাসনের। বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে বারবার জানিয়েও কোন কাজ হয়নি, ফলে এলাকায় স্কুল ছুটের সংখ্যাও বাড়ছে বলে এলাকাবাসীদের তরফে দাবি করা হয়েছে। ছাত্র ছাত্রীদের দাবি, বর্ষার দিন গুলিতে স্কুলে পৌঁছানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র রাস্তার অভাবে স্কুল কামাই নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিহার জুড়িয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অংশুমান মণ্ডল বলেন, ওই গ্রাম গুলির ছেলে মেয়েরা যথেষ্ট মেধাবী। কিন্তু রাস্তার কারণে তাদের প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছানোটাই চ্যালেঞ্জের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধান জরুরী বলে তিনি জানান।

আর এবিষয়ে শাসক দলকে আক্রমণের সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি বিরোধী বিজেপি। দলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডলের দাবি, পথশ্রী প্রকল্পের নামে বিজ্ঞাপনে ভরিয়ে ফেলা হচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হয়নি, গঙ্গাজলঘাটির এই ছবিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ বলে তিনি দাবি করেন।

যদিও তৃণমূল নেতা ও গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নিমাই মাজির দাবি মূলত জমি জটেই ওই রাস্তা তৈরী করা সম্ভব হয়নি। একই সঙ্গে ওই রাস্তা তৈরীর আবেদনও তাঁরা লিখিত ভাবে পাননি। আবেদন করা হলে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান।

পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে পুকুর ভরাট করে বাড়ি করার অভিযোগ

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন:গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে পুকুর ভরাট করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগ। যার জেরে বন্ধ হয়েছে এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা। বর্ষা হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে এলাকা , বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ।সরকারি দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোন কাজ হয়নি ।বাদুড়িয়ার জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর দিয়াড়া ১৫৫ নম্বর বুথের ঘটনা।

এলাকাবাসীর অভিযোগ-দীর্ঘ কয়েকশো বছর ধরে উত্তর দিয়াড়া মৌজায় ৩৮৩ দাগে পুকুর রয়েছে । কাগজে কলমেও ৩৮৩ দাগে পুকুর উল্লেখ আছে , তবুও সেই

পুকুর ভরাট করে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা সোনালী গাইন বাড়ি তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ। বাদুড়িয়া থানা ও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক এর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও তবুও হয়নি কোনো সুরাহা। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সোনালী গাইনের এর সাথে যোগাযোগ করলেও তিনি এই বিষয় নিয়ে মুখ খুলতে চাননি । এরপর আমরা যোগাযোগ করেছিলাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে ।জগন্নাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা মন্ডল জানান-বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন,এই বিষয়ে আমি কিছু জানিনা,ঘোজ নিয়ে দেখছি।যদি সে এই কাজ করে থাকেন তাহলে তদন্ত করে কড়া ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বহুদিন ধরে খাতা কলমে পুকুর রয়েছে। যার বয়স হলো কয়েকশো বছর। কিন্তু নিজের জোর খাটিয়ে কুকুর বুজিয়ে সেখানে বাড়ি নির্মাণ করেছেন। যার ফলে এলাকায় জল নিকাশের ব্যবস্থা বেহাল।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি নওশাদের

বাইজিদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: মনিপুরে দু'বছর ধরে লাগাতার জাতিদাঙ্গা বন্ধ করে শান্তি ফেরানোর দাবিতে, উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর দমন-পীড়ন ও ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করার দাবিতে ও প্রতিবেশী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জাতিগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার ও তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে কলকাতায় অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে তিনটি স্থানে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। পাশাপাশি এদিন মনিপুর ভবন ও উত্তর প্রদেশ ভবনে গিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।মনিপুর সরকারের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জি এস জয়রিতা স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। বিকেলে পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ উপ দূতাবাসের সামনে আইএসএফের কর্মী সমর্থকরা মিছিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দেয়। আইএসএফ নেতৃত্ব সেখানেই বসে পড়েন ও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন,পরে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে এসে পোঁছান আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবার দাবিতে সোচ্চার হন। পাশাপাশি

ভারতের পতাকাকে যেভাবে ঐ দেশের কতিপয় মানুষ অবমাননা করছে, তার তীব্র সমালোচনাও করেন। তিনি বলেন,এটা বরদাস্ত করা যায় না। এই বিষয়ে ঐ দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তিনি আবেদন জানান। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে মাজার সহ বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান আক্রান্ত হচ্ছে। এগুলি বন্ধ করতে ঐ দেশের সরকারকে উদ্যোগ করতে হবে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে সাইফুল ইসলাম আলিফ নামে এক আইনজীবী খুনের ঘটনার সঠিক তদন্তের দাবি জানিয়ে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, মিথ্যা মামলা দিয়ে কাউকে যেন ফাঁসানো না হয়। তিনি বলেন, দুইদেশের কিছু রাজনৈতিক কারবারী এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। বিভাজনের রাজনীতির এই চক্রান্তে পা না দেওয়ার জন্য দুইদেশের জনসাধারণের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সংখ্যাগুরুদেরই দিতে হবে বলে তিনি জানান। দুই প্রতিবেশী দেশ মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের পরিবেশে এগোতে হবে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন আইএসএফের রাজ্য কমিটির কার্যকারী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক, সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি, অফিস সম্পাদক নাসিরুদ্দিন মীর, রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য গাজী সাহাবুদ্দিন সিরাজী, তাপস ব্যানার্জি প্রমুখ। কলকাতা সহ আশেপাশের জেলাগুলি থেকেও দলের বহু কর্মী সমর্থক এই বিক্ষোভে যোগ দেন।

কাঁচা মালের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় শীঘ্রই বাড়বে পাউরুটি, কেকের দাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বেকারি শিল্পের প্রসার বাড়লে রাজ্যে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ছোট ছোট শিল্পগড়ার আগ্রহ বাড়বে। তাই বেকারি শিল্পের উন্নয়নে বিস্কুট, কেক তৈরির জন্য যে কাঁচা মাল লাগে ময়দা, চিনি,ভোজ্যতেল, সরকারি নিয়ন্ত্রিত দামে সরাবরাহের দাবি তুলল ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সংস্থার সম্পাদক সেখ ইসমাইল হোসেন বলেন,, ময়দা, চিনি ভোজ্য তেল-সহ অনুসঙ্গিক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় খুব শীঘ্রই পাউরুটি, কেক, পাউরুটির দাম বাড়তে চলেছে। শনিবার মিলন মেলা প্রাঙ্গনে সংগঠনের পক্ষ্য থেকে জানা হয় খুব শীঘ্রই সাংবাদিক সম্মেলন করে এই পাউরুটি কেকের দাম বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হবে। এদিন তিনি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, বেকারিযাত দ্রব্যের গুনগত মান জানার জন্য একটি উন্নতমানের পরীক্ষাগার তৈরি করা প্রয়োজন। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের উদ্যোগে বেকারি মালিক ও শ্রমিকদের জন্য একটি আধুনিক প্রশিক্ষণাগার তৈরি করা দরকার। তিনি আরও বলেন বেকারি শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের আধুনিকি করণে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। বেকারি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার। ইসমাইল হোসেন

আরও বলেন, মিডডে মিল প্রকল্পে রাজ্যের প্রাইমারি ও মাধ্যমিক স্তরে প্রত্যেকটি স্কুলে রান্না করা খাওয়ারের পরিবর্তে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে বেকারিতে তৈরি পাউরুটি বিতরণ ব্যবস্থা চালু করা। অনুষ্ঠানে রাজ্য খাদ্য সুরক্ষা দফতরের কমিশনার তপনকান্তি রুদ্র বলেন, বেকারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা সমাজের বন্ধু। তাই তাঁরা সমাজে গুনগত মান অক্ষুন্ন রেখে খাবার সরবরাহ করে। । তিনি রাজ্য সরকারের খাদ্য সেফটি প্রসঙ্গে বলেন, সারা রাজ্যে ২৮টি ইউনিট তৈরি হয়েছে। এই ইউনিটগুলি খাদ্য সুরক্ষায় কাজ করছে ২৩ টি জেলায়। অত্যাধিক রাসায়নিক ও কীটনাশন প্রয়োগ করে ফলান ফসলে ফুড অ্যালার্জি এবং নানা মারণরোগে আক্রান্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, এখন গ্রামঞ্চলের তৈরি হয়ে গিয়েছে মোবাইল ল্যাবটারি। জেলার সদরে যোগাযোগ করলে বাড়ির কাছে পৌঁছে যাবে খাদ্য সুরক্ষা পরীক্ষা করার জন্য গাড়ি। সুকল্যান বিশ্বাস বলেন, ওজন ও পরিমাপ নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপল রায় চৌধুরি নানা বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন প্রতিদিন সকালে উঠেই আমাদের খাদ্য তালিকায় থাকে যে সমস্ত খাবার তার মধ্যে পাউরুটি অন্যতম। কাজেই প্রত্যেক কারখানা মালিককে খাদ্য সুরক্ষার উপর জোর দিতে হবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ড. বিধান দাস, প্রশান্ত বিশ্বাস, সংস্থার সভাপতি দিয়ানাত আলি খান, সংগঠনের চেয়ারম্যান প্রত্যুস জানা প্রমুখ। আগত বিশিষ্টজনেরা সেখ ইসমাইল হোসেন সম্পর্কে বলেন, চার দশক ধরে বেকারি শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজও বেকারি শিল্প রাজ্যজুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

অপরাজিতা বিলটি আইনে পরিণত করার দাবিতে মহিলা তৃণমূলের মিছিল

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: কলকাতা আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসক খুনের ঘটনায় রাজ্য রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দোষীদের শাস্তির দাবিতে রাত দখল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বিদ্যমান। এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধর্ষক ও খুনিদের কঠোরতর শাস্তির জন্য অপরাজিতা বিল বিধানসভায় পাশ করান। এরপর সেটা কেন্দ্র সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় তথা আইনটি পাশ করার দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি আদায়ে রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ব্লক ভিত্তিক ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। সেই মোতাবেক শনিবার অপরাজিতা বিলকে আইনে পরিণত করার দাবিতে তথা কেন্দ্র সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত এই দাবিতে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার ন্যায় বীরভূম জেলাতে ও

প্রতিটি ব্লকে মিছিল সংগঠিত হয়। সেরূপ রামপুরহাট শহরজুড়ে মিছিল পরিক্রমা করে । সেখানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা ডেপুটি স্পিকার ডক্টর আসিস বন্দ্যোপাধ্যায,রামপুরহাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহুয়া সাহা, রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলকংগ্রেসের সভানেত্রী পিংকি নায়ক ও রামপুরহাট শহর মহিলা সভানেত্রী শংকরী ব্যানার্জি সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরবৃন্দ। খয়রাসোল ব্লক এলাকায় মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন ব্লক মহিলা তৃণমূল নেতৃত্ব কেনিজ রাসেদ, প্রান্তিকা চ্যাটার্জি ও রুনু সিংহ। এছাড়াও ছিলেন খয়রাসোল ব্লক তৃণমূলকংগ্রেসের যুগ্ম আহ্বায়ক শ্যামল কুমার গায়েন, ব্লক কোর কমিটির দুই সদস্য উজ্জ্বল হক কাদেরী ও কাঞ্চন কুমার দে, ব্লক তৃণমূলনেতৃত্ব সেখ জয়নাল, রজত মুখার্জি, উৎপল ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অনুরূপ রাজনগর, দুবরাজপুর, সিউড়ি, মহম্মদবাজার সহ জেলার প্রতিটি ব্লকে মিছিল সংগঠিত হয় বলে জানা গেছে।

অপরাজিতা বিল কার্যকরের দাবিতে মিছিল নলহাটিতে

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

আপনজন: মহিলা ও শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত অপরাজিতা বিলটিকে আইনে কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে মিছিল করলো নলহাটি ২ নং ব্লক মহিলা তৃণমূল। শনিবার বিকেলে লোহাপুর বাজার এফসিআই গোডাউন থেকে লোহাপুর এস বি আই ব্যাঙ্ক পর্যন্ত এলাকার মহিলাদের জনোজওয়ার আছড়ে পড়ে। তবে কেন এই অপরাজিতা বিল। আর জি কর কাণ্ডের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধান সভায় অপরাজিতা বিলটি পাশ করান। চাপে পড়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সেই বিলটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন দিল্লিতে। কিন্তু ওই বিলটি এখনো আইনে কার্যকর করার কোন উদ্যোগী নেননি কেন্দ্রীয় সরকার। সেই প্রশ্ন তুলে শনিবার রাজ্য জুড়ে মহিলারা তার প্রতিবাদ করেন। একই দাবিতে আগামীকাল রবিবার লোহাপুর কাঁটাগড়িয়া মোড়ে ধরনা কর্মসূচি করবে ব্লক তৃণমূল । এদিনের মিছিলে নেতৃত্ব দেন নলহাটি ২ নং ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী চন্দ্রানী দত্ত। সঙ্গে সহযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন নলহাটি ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নাবালিকা ধর্ষণে অ্যাম্বুলেন্স চালক অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: ১৩ বছরের নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ এক প্রতিবেশী অ্যাম্বুলেন্স চালকের বিরুদ্ধে, টাকা এবং মৃত্যুর হুমকি দিয়ে থানায় যেতে বাধা, অবশেষে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত।নদীয়া জেলার কল্যাণী পৌর সভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের আনুমানিক বছর ১৩ এক নাবালিকাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। অভিযোগ উঠল ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের হাসপাতাল কোয়াটার এলাকার বাসিন্দা পেশায় অ্যাম্বুলেন্স চালক রঘু সরকারের বিরুদ্ধে। পরিবার সূত্রে জানা যায় গত শুক্রবার রাতে নাবালিকার পাশের একটি বাড়িতে নাবালিকাকে ওই ব্যক্তি জোরপূর্বক শ্লীলতাহানি করে। এরপর মুখ বন্ধ রাখার জন্য কিছু টাকাও দেয় অভিযুক্ত। পাশাপাশি মুখ খুললে তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মারার ও হুমকি দেয় বলে অভিযোগ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। অবশেষে নাবালিকা তার পরিবারের সদস্যদের কাছে মুখ খোলে। শুক্রবার রাতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কল্যাণী থানায় অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবারের সদস্যরা। থানায় আসেন প্রতিবেশীরা। দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলে সকলেই।

মগরাহাটে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: মগরাহাট দু'নম্বর ব্লকের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটি শনিবার এক প্রতিবাদ মিছিল হয়।

মগরাহাট বিডিও অফিস থেকেই মগরাহাট থানা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মানীয় মমতা ব্যানার্জি ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বাংলার বিধানসভা পাস হওয়ার মহিলা ও শিশু সুরক্ষার সংক্রান্ত পরাজিতা বিলকে আনতে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দাবীতে আজ মগরাহাট ২ নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির একটি পথসভা হয় হাজার ও হাজার মহিলা ঢল এদিনে দেখা যায় ওই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা নমিতা সাহা ও ব্লক সভাপতি সেলিম লস্কর সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন সহ একাধিক নেতৃবৃন্দরা ছিলেন।

জেলা সভাপতি খোঁজ রাখেন না, সরব হুমায়ুন

উম্মার সেখ ● কান্দি

আপনজন: শোকজের উত্তর দেওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিজের জেলা মুর্শিদাবাদে এসে ফের সংবাদমাধ্যমে মুখ খুললেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। নতুন করে তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠন হওয়ার পর দল বিরোধী মন্তব্যের জন্য প্রথমেই হুমায়ুনকে শোকজ করা হয়। শুক্রবার শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির আহ্বায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে তিন পাতার উত্তর জমা দেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে যে তিনি আগেও সরে আসেননি, এখনও

আসবেন না, সেটা আবার বুঝিয়ে দিলেন। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কার্যত ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শনিবার তিনি জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব সম্পর্কে বলেন, "যারা জেলা সভাপতি হয়ে, যারা চেয়ারম্যান হয়ে বসে আছে, তারা কদিন কোন বুথের খোঁজ রাখে?

বাংলাদেশিমহ দুজন গ্রেফতার

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল গভীর রাতে রানীনগর থানার পুলিশের একটি দল কারগিল ঘাট এলাকায় তল্লাশি করে সন্দেহভাজন একজন বাংলাদেশী এবং দুই জন ভারতীয়কে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে ধৃতদের পরিচয় জানা যায় যথা সাইদুল শেখ ৩০,

বাংলাদেশের পাবনা জেলায়। ফিজুল শেখ ৩২, রানীনগর থানার পুরাতন ডিগ্রি এলাকায় এবং আমিরুল সেখ ৩৪, মালদা জেলার

প্রথম নজর

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার খনির মালিক এখন চীন

আপনজন ডেস্ক: চীনের হুনান প্রদেশে একটি সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেছে।
প্রাথমিকভাবে গবেষকদের ধারণা, খনিটিতে ১ হাজার টন সোনা মজুত রয়েছে। বলা হচ্ছে, এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সোনার খনি এটি।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
হুনার প্রদেশের জিওলজিক্যাল ব্যুরোর বরাত দিয়ে সিএনএন বলেছে, দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পিংজিয়াং কাউন্টিতে এই বৃহৎ সোর খনির সন্ধান পাওয়া গেছে। খনিটিতে যে পরিমাণ সোনা মজুত রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, তার আনুমানিক মূল্য ৬০০ বিলিয়ন ইউয়ান।
থ্রি-ডি প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেখা গেছে, খনির তিন হাজার মিটার গভীরে বিপুল পরিমাণ সোনার মজুত রয়েছে। সোনার খনির এই আবিষ্কার চীনের অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। দেশটির খনিশিল্প ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে বাড়বে।
এর আগে, দক্ষিণ আফ্রিকার সাউথ ডিপ খনিতে ৯৩০ টন সোনার মজুত সমৃদ্ধ খনি পাওয়া গেছে। এখন পর্যন্ত এটিই বিশ্বের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার হওয়ার সোনার খনি। তবে চীনের এই খনিতে যদি ১ হাজার টন সোনার মজুত পাওয়া যায়, তাহলে এটিই হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আবিষ্কৃত স্বর্ণের খনি।
সোনার খনিটির খনন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলো জানিয়েছে, ২ হাজার মিটার গভীরে ৪০টি গোল্ড ভেইনস বা সোনার আকরিক স্তরের সন্ধার পাওয়া গেছে। সবমিলিয়ে প্রায় ৩০ টন সোনার মজুত রয়েছে এই স্তরে।

বেইত লাহিয়ায় ইসরাইলের ভয়াবহ গণহত্যা

আরব লীগকে জরুরি বৈঠকে বসার আহ্বান ফিলিস্তিনের

আপনজন ডেস্ক: অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে বেইত লাহিয়ায় ইসরাইলের বর্বর আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রেক্ষাপটে আরব লীগকে জরুরি বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ।
গতকাল শুক্রবার ফিলিস্তিনি স্বশাসন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্টের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই আহ্বান জানানো হয়।
এর আগে ২৪ ঘণ্টায় ইসরাইলি বাহিনীর আগ্রাসনে প্রায় ১০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফা এই বিবৃতি প্রকাশ করেছে। এতে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, উত্তর গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ‘ক্ষুধার যুদ্ধ’ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে ইসরাইলের গণহত্যামূলক আগ্রাসন, ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি-ছাড়া করা এবং তাদের ওপর ভয়াবহ অনাহার চাপিয়ে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আরব লীগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের জরুরি বৈঠক ডাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।
এই বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকা থেকে উত্তরাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দখলদাররা অনাহারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে যাতে ফিলিস্তিনিরা তাদের ঘরবাড়ি ও মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান।
গাজায় ভয়াবহ আগ্রাসনের মধ্যে ইসরাইল সাধারণ ফিলিস্তিনিদের কাছে কোনো ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছাতে দিচ্ছে না। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ইসরাইলের প্রতি বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও দখলদার এই শক্তি তা আমলে নেয়নি। এক্ষেত্রে আরব দেশগুলোর নিষ্ক্রিয়তা পরিস্থিতিকে অনেক বেশি জটিল করে তুলেছে বলে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করেন।

মুসলিম বিশ্বকে এক হওয়ার ডাক এরদোগানের

আপনজন ডেস্ক: মুসলিম প্রধান দেশগুলোকে একত্রিত হয়ে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান।
শুক্রবার আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ খবর দেওয়া হয়।
এরদোগান জানান, তুরস্ক মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
ফিলিস্তিনিদের জন্য সর্বাধিক সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলোর একটি তুরস্ক। সেই সঙ্গে গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়ে আসছে দেশটি।
এরদোগানের বক্তব্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে। তার বক্তব্য নতুন করে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
তুরস্ক এর আগেও হামাসের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করেছে বলে রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়। এবং এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার পক্ষে জনমত রয়েছে।

গাজায় ইসরাইলি গণহত্যাকে হোলোকাস্টের সাথে তুলনা করল অক্সফোর্ড ইউনিয়ন

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরাইলি গণহত্যাকে হোলোকাস্টের সাথে তুলনা করেছে অক্সফোর্ড ইউনিয়ন। শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) মিডল ইস্ট আইয়ের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়ে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অক্সফোর্ড ইউনিয়ন গাজায় গণহত্যার জন্য ইসরাইলকে দায়ী করেছে। তারা ইসরাইলকে বর্ণবাদী রাষ্ট্র হিসেবেও আখ্যা দেয়। এ সময় সোসাইটি প্রেসিডেন্ট গাজা যুদ্ধে ইসরাইলি ভূমিকার নিন্দা জানান। তিনি এটিকে হোলোকাস্টের সাথেও তুলনা করেন। একইসাথে ডিবেটিং চেম্বার থেকে ইসরাইলপন্থী এক স্পিকারকেও বহিষ্কার করা হয়।
অক্সফোর্ডের এক্সক্লুসিভ ডিবেটিং সোসাইটি ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পক্ষ থেকে গত বৃহস্পতিবার একটি ডিবেটের আয়োজন করা হয়। ডিবেটের শিরোনাম ছিল, ‘গাজায় ঘটে যাওয়া গণহত্যার জন্য বর্ণবাদী রাষ্ট্র ইসরাইলকে দায়ী মনে করে অক্সফোড’। এ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে ওই সিদ্ধান্ত জানায় ইউনিয়ন।

জার্মানিতে ইহুদি বিদ্বেষের ঘটনায় নতুন রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: বার্লিনে প্রতিদিনই ঘটছে একাধিক ইহুদি বিদ্বেষের ঘটনা। যা বছরের শেষে এসে গত এক দশকের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। সবশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে এ বছর প্রথম ছয় মাসে বার্লিনে ঘটে যাওয়া ইহুদি বিদ্বেষের ঘটনার সংখ্যা ২০২৩ সালের সারা বছরের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।
জার্মানির সরকারি সংস্থা ডিপার্টমেন্ট ফর রিসার্চ এ্যান্ড ইনফরমেশন (রিয়াস) এর তথ্য অনুসারে, জার্মানির রাজধানী বার্লিনে প্রতিদিন গড়ে আটটি ইহুদি বিদ্বেষের ঘটনা ঘটেছে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ নাগাদ এই সংখ্যাটি এক হাজার ৩৮৩ স্পর্শ করেছে। ২০২৩ সালে এই সংখ্যাটি ছিল এক হাজার ২৭০। ডিপার্টমেন্ট ফর রিসার্চ এ্যান্ড ইনফরমেশন (রিয়াস) ২০১৫ থেকে এ ধরনের ঘটনা নথিভুক্ত করার পর থেকে এ বছর সংখ্যাটি অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।
এ বছর জানুয়ারি এবং জুনের মাঝে দুটি গুরুতর সহিংসতা ও ২৩ টি আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। রিয়াস এর তথ্য অনুসারে, এর বাইরেও ৩৭টি নির্দিষ্ট সম্পদের উপর হামলা, ২১টি সমাধিস্থল সম্পর্কিত হামলা, ২৮টি হুমকি ও ১ হাজার ২৪০টি নিপীড়নমূলক আচরণের ঘটনা ঘটেছে।
ইহুদি বিদ্বেষ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ডিপার্টমেন্ট ফর রিসার্চ এ্যান্ড ইনফরমেশন (রিয়াস)। প্রতিবেদন অনুসারে ইহুদি বা ইসরায়েলি শিশুদের স্কুলে হাতাহাতির সংবাদও পাওয়া গেছে। ৭ অক্টোবর ২০২৩ ইসরাইলে হামাসের আক্রমণ ও গাজায় ইসরাইলের সামরিক অভিযানের পর থেকে প্রতিমাসে অন্তত ২৩০টি ইহুদি বিদ্বেষের ঘটনার কথা জানিয়েছে সংস্থাটি। যার ৭১.৬ শতাংশ ঘটনাই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কিত।
সামাজিকভাবে ইহুদি বিদ্বেষী মনোভাবের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাওয়ারও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রিয়াস। সমাজে ইহুদি বিদ্বেষী মনোভাব ঠেকাতে জনসচেতনতা বাড়ানো ও কঠোর আইন প্রণয়নের উপরেও জোর দিয়েছে জার্মান সংস্থাটি।

আলেপ্পোর অর্ধেকের বেশি অংশ দখলে নিয়েছে সিরিয়ার বিদ্রোহীরা

আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ শহর আলেপ্পোতে প্রবেশ করেছে সরকার বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহীরা। তাদের প্রবেশের খবর পেয়ে আলেপ্পো বিমানবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
শুক্রবার রাতে সিরিয়ার অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস (এসওএইচআর) জানিয়েছে, বিদ্রোহীরা শহরের অর্ধেকের বেশি অংশ দখল করেছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, ২০১৬ সালে সিরিয়ান সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের আলেপ্পো থেকে সরিয়ে দেয়, কিন্তু ৮ বছর পর আবার তারা সেখানে পৌঁছেছে।
শুক্রবার সকালে আলেপ্পো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে কামান হামলায় চারজন নিহত হয়, তবে বিদ্রোহীরা এটি মিথ্যা দাবি করেছে।
গত বুধবার থেকে বিদ্রোহীরা সিরিয়ার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান শুরু করেছে।
তারা প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চায়।

স্বেচ্ছামৃত্যুর বিলে সমর্থন জানিয়েছেন ব্রিটিশ এমপিরা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর বিলে সমর্থন দিয়েছেন দেশটির বেশির ভাগ সংসদ সদস্য। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) এ বিষয়ে ভোটাভুটি হয়। আজ শনিবার (৩০ নভেম্বর) বিবিসির এক সংবাদে এমন তথ্য জানা গেছে।
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের ভোটাভুটিতে ৩৩০ জন এমপি বিলটির পক্ষে ভোট দেন।
বিপক্ষে ভোট দেন ২৭৫ জন।
ধারণা করা হচ্ছে, অচিরেই স্বেচ্ছামৃত্যুর বিষয়টি বৈধতা পেতে যাচ্ছে দেশটিতে। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের মাধ্যমে বিলটি পাস হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।
এই বিল পাস হলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুপ্রত্যাশী ব্যক্তিরা চিকিৎসকের সহায়তায় নিজেদের মৃত্যু কার্যকরে পদক্ষেপ নিতে পারবেন।
তবে সবাই এমনটি করতে পারবেন না। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, যারা গুরুতর অসুস্থ বা যাদের ছয় মাসের বেশি বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই, শুধু তারাই এই বিলের সুবিধা নিতে পারবেন।
এদিকে বিলটির বিরোধিতাকারীরা এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তারা মনে করছেন, বিলটি পাস হলে অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তিরা পরিবার এবং সমাজের জন্য বোঝা হওয়ার ভয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণের পথ বেছে বেবেন।
অন্যদিকে বিলটির সমর্থনকারীরা বলছেন, অসুস্থ ব্যক্তিরা অসুস্থতার যন্ত্রণা থেকে বাঁচার এবং শান্তিতে মৃত্যুবরণে সহায়ক হবে এটি।
বিলটি অসুস্থ ব্যক্তিরা কখন ও কিভাবে মারা যেতে চান, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ারও ক্ষমতা প্রদান করবে।
চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বিলটি এখন কমিটি পর্যায়ে যাবে। সেখানে এমপিরা সংশোধনী আনতে পারবেন। এরপর হাউস অব কমন্সের পাশাপাশি উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসে বিলটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যাবে।
আগামী বছরের আগ পর্যন্ত এটি পাস হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
বিলটি উত্থাপনকারী এমপি লিডবিটার বলেছেন, স্বেচ্ছায় মৃত্যুর বিষয়টি কার্যকর করতে যে সেবা সংস্থার প্রয়োজন হবে, সেটি তৈরি করতে হয়তো আরো দুই বছর সময় লাগবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

রাশিয়ার আত্মরক্ষার অধিকার আছে: উত্তর কোরিয়ার নেতা

আপনজন ডেস্ক: উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধে মার্কিন দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার করছে কিয়েভ। ওই অস্ত্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য লড়াইয়ের অধিকার আছে রাশিয়ার। শুক্রবার (৩০ নভেম্বর) রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলোসোভের সাথে বৈঠকে তিনি এমন মন্তব্য করেন। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তাসংস্থা কেসিএনএর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈঠকে কিম জং উন বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমারা ইউক্রেনকে দূরপাল্লার অস্ত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার অভ্যন্তরে হামলার জন্য বাধ্য করেছে। সেজন্য রাশিয়ার উচিৎ প্রতিপক্ষকে যথাযথ জবাব দেয়া। কিমের সূত্রে কেসিএনএ বলেছে, আধিপত্য বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের নেয়া পদক্ষেপ থেকে নিজ সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় উত্তর কোরিয়ার সরকার, সেনাবাহিনী এবং জনগণ সর্বদা রুশ ফেডারেশনের নীতিকে সমর্থন করবে। উল্লেখ্য, গত জুনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠকে কিম জং উন যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারত্ব চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, তার আওতায় সামরিকসহ সকল ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা। ওই সময় দুই দেশের মাঝে একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

এইডস আক্রান্ত শতাধিক প্রবাসীকে ফেরত পাঠালো কুয়েত

আপনজন ডেস্ক: কুয়েতে এইডস আক্রান্ত শতাধিক প্রবাসীকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। দেশটির বার্ষিক এইডস ও যৌন রোগবিষয়ক সম্মেলনে এসব তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। সম্মেলনে এইডস মহামারি মোকাবিলায় আঞ্চলিক নেতা হিসেবে কুয়েতের অবস্থানের ওপর জোর দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আহমেদ আল আওয়াধি। কুয়েত ইউএনএআইডিএস-এর ৯০-৯০-৯০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৫মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

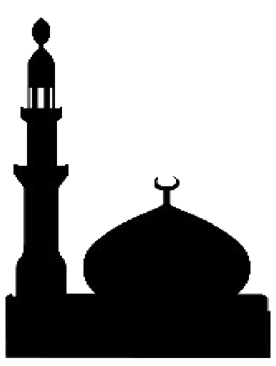

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৫	৬.০০
যোহর	১১.৩০	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

পাকিস্তানে শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ১২৪

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া রাজ্যে শিয়া ও সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে সংঘর্ষে আরো ১৪ জন নিহত হয়েছেন। শনিবার কুররম জেলায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে দুই জন সুন্নি এবং ১১ জন শিয়া সম্প্রদায়ের। এ নিয়ে চলমান সংঘাতে নিহত বেড়ে ১২৪ জনে দাঁড়িয়েছে।
আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী কুররম জেলায় সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত বেশ পুরনো। তবে গত ১০ দিন ধরে সংঘাতের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ১০ দিনের দাঙ্গায় মোট নিহত হয়েছেন ১২৪ জন।

মোবাইল কাণ্ডে ব্রিটিশ মন্ত্রীর পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: ২০১৩ সালে নিজের মোবাইল ফোন ছিনতাই হওয়া নিয়ে তথ্য গোপন করে পদত্যাগ করেছেন যুক্তরাজ্যের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির মন্ত্রী লুইস হাই। শুক্রবার ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি।
বিবিসি জানিয়েছে, লুইস হাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তার ছিনতাই হওয়া মোবাইল সম্পর্কে তিনি পুলিশের কাছে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে তার মোবাইলটি ছিনতাই হওয়ার পর পুলিশকে তিনি জানান, তার ফোনটি চুরি হয়ে গেছে। এক বছর পর ফেনটি ফেরত পেলেও বিষয়টি পুলিশের কাছে গোপন করেন লুইন হাই। পরে এ বিষয়ে আদালতেও হাজির হতে হয়েছিল তাকে।
তবে নিজের ভুল স্বীকার করে এমন পরিস্থিতিতে পদে বহাল থাকা সরকারি কাজে বিচ্যুতি ঘটাতে পারে বলে মনে করেন মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন ব্রিটিশ এ মন্ত্রী। চলতি বছরের জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনে জয় পেয়ে যুক্তরাজ্যের ক্ষমতায় আসে লুইস হাইয়ের দল লেবার পার্টি। ক্ষমতাগ্রহণের পর এবারই প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দফতরে কোনো পদত্যাগ পত্র জমা পড়লো।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
DANBIR ACADEMY
দানবীর অ্যাকাডেমি
ভর্তি চলছে
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
9143076708 8513027401

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ
ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩২৪ সংখ্যা, ১৬ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ২৮ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র আসলে কী? এই ব্যাপারে সবচাইতে প্রচলিত সংজ্ঞা বলিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। তিনি বলিয়াছেন, ডেমোক্রেসি ইজ এ গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। এই ধরনের কথা ১৩৮৪ সালে জন উইক্লিফ বলিয়াছিলেন বাইবেল প্রসঙ্গে। সেইখানে তিনি বলিয়াছিলেন, দিজ বাইবেল ইজ ফর দ্য গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল।
গণতন্ত্রকে বলা হয় বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ সুম্পিটার ১৯৪৬ সালে তাহার 'ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হইতেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেইখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। গণতন্ত্রের তিনটি উপাদানকে মৌলিক বা বুনিয়াদি বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল—সর্বজনীন ভোটাধিকার। ইহার পরে রহিয়াছে অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন। এখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও দেখি ভোট লইয়া নানান ধরনের মেকানিজম করা হয়, মিথ্যাচার করা হয়। মিথ্যায় মিথ্যায় সয়লাব করা হয় জনগণের মনোজগত্। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাহারা নির্বাচিত হইয়া আসেন, তাহাদের কার্যক্রম অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে; কিন্তু তাহা কতখানি ব্যত্যয় হইতেছে—ইহার দৃষ্টান্তের শেষ নাই।
সার্বিকভাবে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার ক্রমেই অবনতির কারণে মানুষ নির্বাচন ও গণতন্ত্র লইয়া সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক। নির্বাচনের মধ্য দিয়াই জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়; কিন্তু বাস্তবতা হইল—পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মাটির যেমন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সকল মাটিতে সকল বৃক্ষ জন্মায় না। মেরু ভল্লুক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাঁচিবে না। তেমনি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কোনো প্রাণীই মেরু অঞ্চলে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।
গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য হিতকারী শাসনতন্ত্র। তবে এই হিতকারী বৃক্ষটি ভিনদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। সুতরাং উহার ফলন সকল মাটিতে ভালো নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহার কিছু পরগাছা বা আগাছাও রহিয়াছে। সেই সকল পরগাছা নির্মূলে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন; কিন্তু উন্নত বিশ্বে উহার চেষ্টা থাকিলেও তৃতীয় বিশ্বে খামতি রহিয়াছে। ইহা রাতারাতি দূর হইবারও নহে। তাহা ছাড়া বিরোধিতাই যে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, স্বার্থে-স্বার্থে যে সংঘাত, রাজনৈতিক বিরোধিতার মাধ্যমে তাহার মোকাবিলাই গণতন্ত্রের পদ্ধতি। এইভাবেই গণতন্ত্র সকল গোষ্ঠী, মতকে স্থান দিতে পারে। গণতন্ত্র মানে যে শুধু ক্ষমতা নহে, তাহা উপলব্ধি করাটাও গণতন্ত্রের জন্য জরুরি বটে। এই জন্য আধুনিক সময়ে অনেক বিজ্ঞজনের মতে, গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে। ইহার সহিত সেইখানে বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টি থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য—তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না।
আরেকটি বড় বিষয় হইল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাহার প্রতিনিধি তথা সরকার নির্বাচন করে, তৃতীয় বিশ্বের সিংহভাগ জনগণ বুঝিতেই পারেন না, কী অপার ক্ষমতার অধিকারী তাহারা। কে তাহাদের শাসন করিবে, তাহা নির্ধারণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুভার তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে; কিন্তু এই গুরুভার তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন না। এই জন্য অনেকে গুরুত্বই দেন না তাহার ভোটাধিকারটি। তাহার ভোট কতখানি মূল্যবান—তাহা বুঝিতে পারেন না বিধায় অনেকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হইয়া যান। সুতরাং গণতন্ত্রের জন্য আমাদের জনগণকেও উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইবে, নিজেদের ভোটের মূল্য বুঝিতে শিখিতে হইবে।

বিজেপির জয়ের পেছনে কারসাজির গন্ধ!

ইভিএম সিস্টেমে সুরক্ষার অভাবের কারণে এটি হ্যাকিং বা কারসাজির ঝুঁকিতে থাকে। ভারতীয় ইভিএম দুটি ইউনিট নিয়ে কাজ করে। একটি হলো কন্ট্রোল ইউনিট যা প্রিসাইডিং অফিসার পরিচালনা করেন। অপরটি হলো ব্যালটিং ইউনিট যা ভোটার ব্যবহার করেন। যদিও ভিভিপিএটি (ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল) ভোটারদের তাদের ভোট যাচাই করার সুযোগ দেয়; কিন্তু কেবল পাঁচটি ভিভিপিএটি মেশিনের ফলাফল চেক করা হয়, যা স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতায় প্রশ্ন তোলে। লিখেছেন **রবি কান্ত...**

মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, 'সত্য অনেক সময় কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত।'
আসলেই বাস্তবে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যা আমাদের ধারণার বাইরে এবং সেসব ঘটনা আমাদের হতবাক করে দেয়।
যেমন সিনেমা আমাদের কল্পনার জগৎকে বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে। বলিউডের জনপ্রিয় সিনেমা 'থ্রি ইডিয়টস'-এর গল্প ঠিক তেমনই। এই ছবির গল্পে দেখা যায়, তিন বন্ধুর মধ্যে র‍্যাঞ্চোড়দাস ওরফে র‍্যাঞ্চো ছিল এমন এক ছাত্র, যাকে সবাই বোকা ভাবত; কিন্তু একসময় সে পরীক্ষায় এ+ পেতে শুরু করে এবং দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়। তবে পরে দেখা যায়, সে আসলে র‍্যাঞ্চো নয়; সে আসলে অন্য একজন। তার পাওয়া নম্বর সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল; কিন্তু বাস্তবে সে তেমন মেধাবী ছিল না।
ভারতের বর্তমান রাজনীতি এমনই এক সত্য উন্মোচনের পথে।

লোকসভায় ভরাডুবি, বিধানসভায় ভেলকি
২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর বোঝা যাচ্ছিল মোদির বিজেপি তাদের শক্তি ও জনসমর্থন হারিয়েছে। মানুষ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি ছেড়ে বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি এবং বৈষম্যের মতো বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া শুরু করেছে। কারণ, লোকসভার ভোটে বিজেপি তাদের শক্ত ঘাঁটি অযোধ্যাতেও হেরে গিয়েছিল। এটি থেকে স্পষ্ট হয়, মোদির জনপ্রিয়তা আগের মতো নেই।
সাধারণ নির্বাচনের পর সবাই ধারণা করেছিল, অক্টোবরের হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীরের এবং নভেম্বরের মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ডের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে প্রচণ্ড চাপে পড়তে হবে।

হরিয়ানায় বিজেপির হ্যাটট্রিক
হরিয়ানায় সরকারবিরোধী মনোভাব প্রবল হওয়ায় সেখানে বিজেপি ভোটের ছয় মাস আগে দুবারের মুখ্যমন্ত্রীকে সরিয়ে দেয়। মোদি ও অমিত শাহ সেখানকার নির্বাচনী প্রচারে কম ভূমিকা রাখেন এবং মাত্র চারটি জনসভায় যোগ দেন। এমনকি বিজেপি প্রার্থীদের নির্বাচনী পোস্টারে মোদি-অমিতের ছবি পর্যন্ত ছিল না। জনমত জরিপ ও এক্সিট পোলগুলো কংগ্রেসের বিজয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল।
কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল সবাইকে হতবাক করে দেয়। ভোটের প্রাথমিক প্রবণতা কংগ্রেসের পক্ষে থাকলেও চমক লাগানো মোড় নিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজেপি জয়লাভ করে। ভোট গণনার পর দেখা যায়, বিজেপি ৯০টির মধ্যে ৪৮টি আসনে জিতে হ্যাটট্রিক করেছে এবং ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ২০০০ সালের পর থেকে এটি ছিল তাদের সেরা ফল।
অথচ ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজেপি ১০টির মধ্যে ৫টি সংসদীয় আসনে পরাজিত হয়েছিল।
এই রাজ্যে বিজেপি ১৯টি আসনে ৫০ শতাংশের বেশি এবং ৩৯টি আসনে ৪০-৫০ শতাংশ ভোট পেয়েছে; যেখানে কংগ্রেস যথাক্রমে ১২ ও ৩২ আসনে এই পরিমাণ ভোট পেয়েছে। এই রাজ্যে বিজেপি ৪৬ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতার লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে।
এটি কেমন করে সম্ভব হলো তা রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কাছে একটি বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারবিরোধী মনোভাবের তীব্রতা, মোদির জনপ্রিয়তায় ধস, নেতৃত্বের সংকট, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের পরও বিজেপি যে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে, তা যেকোনো রাজনৈতিক দলের জন্য প্রায় অসম্ভব একটি অর্জন।
জম্মু ও কাশ্মীরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স নির্বাচনে জয়লাভ করেছে।

মহারাষ্ট্রে মহাজয়
তবে এবার মহারাষ্ট্র নির্বাচনের দিকে সবার নজর ছিল। ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট ৪৮টি আসনের মধ্যে ৩০টি দখল করেছে, যেখানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ মাত্র ১৭টি আসনে জয়লাভ করে।
তবে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল সবাইকে চমকে দেয়। এখানেও প্রাথমিক প্রবণতা কংগ্রেস জোটের পক্ষে ছিল; কিন্তু ভোট শেষে দেখা যায়, বিজেপি ১৩২টি আসনে জয়লাভ করেছে, যা তাদের ইতিহাসে সেরা। তারা ৮৫ শতাংশের স্ট্রাইক রেট অর্জন করে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাবিকাশ জোটকে পরাস্ত করে। মাত্র ছয় মাস আগেও লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস জোট যে গতি অর্জন করেছিল, তা তারা এই নির্বাচনে ধরে রাখতে পারেনি।
বিজেপির এই ফলাফল তাদের নির্বাচনী কৌশল এবং স্থানীয় সংগঠনের শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে উঠে আসে।

> **হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র নির্বাচনে যে নতুন একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, সেটি হলো ভোট গ্রহণের সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ভোট পড়ার হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া। মহারাষ্ট্রে যেদিন বিকেল পাঁচটায় ভোট গ্রহণ হয়েছিল ৫৫ শতাংশ; তার পরের দিন একই সময় তা ৬৮ শতাংশে পৌঁছে যায়। এই প্রবণতা থেকে সন্দেহ দেখা দেয়। ভোট নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, এই তথ্য ফরম ভোটারের উপস্থিতি অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসাররা সরাসরি রেকর্ড করেন। যদি ভোটের হার দিনের শেষে রেকর্ড করা হয়, তাহলে পরের দিন এই তথ্যের এত বড় তারতম্য কীভাবে সম্ভব?**

দেখা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো বিরোধী দল ১০ শতাংশ আসন জিতে বিরোধী দলনেতার মর্যাদা ধরে রাখতে পারেনি। মাত্র ছয় মাসে বিজেপির এই অভূতপূর্ব সাফল্য ভারতীয় রাজনীতিতে নজিরবিহীন। তবে হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র নির্বাচনের মধ্যে অসাধারণ কিছু মিল দেখা যাচ্ছে। এই মিল কিছু গুরুতর প্রশ্ন তুলছে।
এবার উভয় রাজ্যেই ভোটার উপস্থিতি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছাতে দেখা গেছে। মহারাষ্ট্রে তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটার উপস্থিতি দেখা গেছে।

মোদি ঢেউ কি ফিরে এসেছে?
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, যদি এটি 'মোদি ঢেউ'-এর প্রত্যাবর্তনের কারণে হয়ে থাকে, তাহলে কেন এই জয় বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকল? কেন এই ঢেউ ঝাড়খন্ড বা জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যে ছড়াতে পারল না? এই বৈপরীত্য বিজেপির আঞ্চলিক কৌশল এবং স্থানীয় নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিচ্ছে।
এই ফল ইঙ্গিত করে, মোদি-শাহ জুটির কেন্দ্রীয় প্রচারণার চেয়ে স্থানীয় সংগঠন ও জোট রাজনীতির গুরুত্ব এখন অনেক বেশি।
পাশাপাশি এসব ফল ইভিএম বিতর্ক এবং ভোটার আচরণের অপ্রত্যাশিত দিকগুলো নিয়ে জনমনে সন্দেহ বাড়িয়েছে।
বিজেপি যদি নিজের জয় সম্পর্কে এতটাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে থাকে, তাহলে কেন দলের নেতা বিনোদ তাওড়ে ভোটারদের টাকা দেওয়ার মতো কাজ করতে গিয়েছিলেন? গণমাধ্যম কেন এই তথাকথিত মোদি ঢেউয়ের আঁচ পেতে ব্যর্থ হলো? মাত্র ছয় মাসে সাধারণ নির্বাচনের ৩২ শতাংশের সাফল্যের হার থেকে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ৮৫ শতাংশে পৌঁছানো সত্যিই নজিরবিহীন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের জন্য শিক্ষণীয়।

কোনো কারসাজি ছিল না তো?
হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র নির্বাচনে যে নতুন একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, সেটি হলো ভোট গ্রহণের সময়সীমা শেষ হওয়ার ঠিক আগমুহূর্তে ভোট পড়ার হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া। মহারাষ্ট্রে যেদিন বিকেল পাঁচটায় ভোট গ্রহণ হয়েছিল ৫৫ শতাংশ; তার পরের দিন একই সময় তা ৬৮ শতাংশে পৌঁছে যায়।
এই প্রবণতা থেকে সন্দেহ দেখা দেয়। ভোট নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। কারণ, এই তথ্য ফরম ভোটারের উপস্থিতি অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসাররা সরাসরি রেকর্ড করেন। যদি ভোটের হার দিনের শেষে রেকর্ড করা হয়, তাহলে পরের দিন এই তথ্যের এত বড় তারতম্য কীভাবে সম্ভব?
এটি ইঙ্গিত করে, ভোট গ্রহণের সিস্টেমের মধ্যে কিছু ফাঁক বা দুর্বলতা থাকতে পারে, যা কোনো না কোনো পক্ষের জন্য সুবিধা করে দিয়েছে।

ইভিএম: নির্বাচনী স্বচ্ছতার প্যান্ডোরার বাক্স
প্রযুক্তিগত ডিভাইস সাধারণত দুই ধরনের অথেনটিকেশন ব্যবহার করে। প্রথমটি হলো, সিঙ্গেল ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (এসএফএ) এবং দ্বিতীয়টি হলো মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (এমএফএ)।
ভারতে ভোট গ্রহণের ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) পদ্ধতিতে সুরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। এটি ইঙ্গিত করে, ইভিএম সিস্টেমে থাকা দুর্বলতাগুলো সঠিকভাবে সমাধান না করা হলে তা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় প্রভাব ফেলতে পারে।
ইভিএমে বর্তমানে এসএফএ ব্যবহৃত হয়, যা ই-মেইল আইডি ও পাসওয়ার্ডের মতো সহজ অথেনটিকেশন প্রক্রিয়া।
এটি একক নিরাপত্তা স্তর সরবরাহ করে, যাতে এমএফএর মতো অতিরিক্ত নিরাপত্তা নেই। উদাহরণস্বরূপ, ব্যাংকিং সিস্টেমে এমএফএ ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবস্থায় একটি ওটিপি থাকে, যার মাধ্যমে শুধু অনুমোদিত ব্যবহারকারী সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারবেন।
ইভিএম সিস্টেমে সুরক্ষার অভাবের কারণে এটি হ্যাকিং বা কারসাজির ঝুঁকিতে থাকে।
ভারতীয় ইভিএম দুটি ইউনিট নিয়ে কাজ করে। একটি হলো কন্ট্রোল ইউনিট যা প্রিসাইডিং অফিসার পরিচালনা করেন। অপরটি হলো ব্যালটিং ইউনিট যা ভোটার ব্যবহার করেন। যদিও ভিভিপিএটি (ভোটার ভেরিফায়েবল পেপার অডিট ট্রেইল) ভোটারদের তাদের ভোট যাচাই করার সুযোগ দেয়; কিন্তু কেবল পাঁচটি ভিভিপিএটি মেশিনের ফলাফল চেক করা হয়, যা স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতায় প্রশ্ন তোলে। এটি আরও উদ্বেগজনক। কারণ, এখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য স্বচ্ছতার অভাব স্পষ্ট। বর্তমানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোদি সরকারের অধীন অর্থসচিব হিসেবে কাজ করেছেন। এটি স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করে। এটি এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করে, যেন একজন অভিযুক্ত তাঁর নিজের পছন্দমতো বিচারক বেছে নিচ্ছেন। নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারের জন্য নির্বাচন কমিশনের উচিত ইভিএমে এমএফএ যুক্ত করা অথবা পুরোনো কাগজের ব্যালট-পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়া। অন্যথায়, ভারতের নির্বাচনপদ্ধতি রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়ার মতো নির্বাচন হবে—যেখানে ভোটের ফলাফল আগেই অনুমান করা যায়।

রবি কান্ত এশিয়া টাইমসের দিল্লিভিত্তিক কলাম লেখক এবং সংবাদদাতা।
সৌজন্যে: এশিয়া টাইমস । ইংরেজি থেকে অনুবাদ

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে নতুন করে উসকানি দিচ্ছে কে

জেমস নিক্সি

ইউক্রেন এক হাজারের বেশি দিন ধরে যুদ্ধ দেখে এলেও গত মাসটা ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। রাশিয়া উত্তর কোরিয়া ও ইয়েমেন থেকে ১১ হাজারের বেশি ভাড়াটে সেনা সংগ্রহ করেছে ইউক্রেনকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য।
রাশিয়া নতুন হিংস্রতায় ইউক্রেনের জ্বালানি সরবরাহব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দিতে শুরু করেছে। শীত মৌসুমে ইউক্রেনীয়দের ঠান্ডায় মেরে ফেলতে চায় তারা। ইউক্রেনে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। পূর্বাঞ্চলে ইউক্রেনের ভূমি দখল তারা অব্যাহত রেখেছে। দুর্ভাগ্যের গল্পের এখানেই শেষ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এমন একজন, যিনি রাশিয়াকে পছন্দ করেন এবং '২৪ ঘণ্টার মধ্যে' যুদ্ধ বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
এই সবকিছুর পরও গত সপ্তাহজুড়ে যে প্রশ্নটি বারবার করে উত্থাপিত হচ্ছে, সেটি হলো, 'পশ্চিমা বিশ্ব কি যুদ্ধকে নতুন করে উসকে দিচ্ছে না?' পশ্চিমাদের অস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার ভেতরে আক্রমণ চালানোর ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ ছিল, সেটা তুলে নেওয়ার পরই প্রশ্নটি তোলা হচ্ছে।
ইউক্রেনের ক্ষেত্রে পশ্চিমারা যে নীতি নিয়েছে, সেটা অবশ্যই উত্তেজনা ক্রমাগত বাড়ানোর নীতি নয়। এই নীতিকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ইনক্রিমেন্টালিজম বা বৃদ্ধিবাদ শব্দ দিয়ে। এর অর্থ হলো কারও জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেমন ফোঁটায় ফোঁটায় খাবার দেওয়া হয়, ঠিক সে রকমভাবে ইউক্রেনকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে অল্প অল্প করে অস্ত্র সরবরাহ করে। ইউক্রেনকে এমন অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে না, যাতে করে তারা রাশিয়াকে তাদের ভূমি থেকে বের করে দিতে পারে। পশ্চিমারা দুটি কারণে ইউক্রেনকে এই সুযোগ দিচ্ছে না।
প্রথমত, এতে আরও অনেক বেশি ব্যয় বাড়বে। প্রতিরক্ষা, অস্ত্র সরবরাহ এবং ইউক্রেনের অর্থনীতি ও সমাজকে সচল রাখার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হবে। এমনিতেই যুদ্ধ খুব ব্যয়বহুল। গণতান্ত্রিক সরকারগুলো ভোটারদের ওপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের ব্যয়ের কারণে ভোটাররা তাঁদের প্রতি বিমুখ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা সেটা দেখলাম। ভোটারদের ওপর বাড়তি করের বোঝা এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কারণে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের থেকে ভোটাররা মুখ ফিরিয়ে নেন।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমা বিশ্ব ইউক্রেনকে যা যা প্রয়োজন, তার সবটা দিচ্ছে না, তার কারণ হলো এতে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, তার অভিঘাত তাদের গায়ে গিয়েও লাগবে। রাশিয়ার দিক থেকে উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য যত ধরনের উসকানি (সম্প্রতি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা) থাকুক না কেন যুক্তরাষ্ট্র তাতে প্রতিক্রিয়া জানাতে চায় না। রাশিয়া যে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দিয়েছে, বাইডেন প্রশাসন স্পষ্টই তার দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে এবং তারা তাদের পরমাণুসংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করেছে।
রাশিয়ার আগ্রাসনের আগে যদি ইউক্রেনকে আধুনিক অস্ত্রগুলো দেওয়া হতো কিংবা অস্ত্রগুলো দেওয়ার পরপরই তাদেরকে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হতো তাহলে নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধে এখন ইউক্রেন ভালো অবস্থানে থাকত। যে কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারে পারে, ইউক্রেন কি রাশিয়াকে তাদের ভূখণ্ড থেকে বের করে দিতে পারবে? এর পাল্টায় আরেকজন বলতে পারেন, ইউক্রেনের হাতে যদি আরও আধুনিক অস্ত্র থাকত তাহলে কি রাশিয়া আগ্রাসন চালাতে সাহস পেত। যাহোক, লড়াইটা যদি ন্যায্য হতো তাহলে এই যুদ্ধে ইউক্রেনীয়দের প্রাণহানি আরও অনেক কম হতো।
ইউক্রেনীয়দের প্রাণহানির প্রথম ও সর্বপ্রথম দায় রাশিয়ার। কিন্তু কিছু দায় তো পশ্চিমাদেরও আছে। কারণ, তারা চাইলেই এর অনেকটাই থামিয়ে দিতে পারত।
বারবার করে শোনা যাচ্ছে ইউক্রেন এই যুদ্ধে জিততে পারবে না (কিছু ক্ষেত্রে জেতা উচিত নয়)। অবশ্যই কিয়ার স্টারমার, ওলাফ শলৎজ ও জো বাইডেন এ ধরনের কথা বলেননি। বিষয়টি হলো, ইউক্রেনের হাতে যদি বিজয়ের জন্য হাতিয়ার দেওয়া না হয়, তাহলে তারা জিতবে কীভাবে। সার্বভৌম ও অখণ্ড রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেনের অস্তিত্ব যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে 'ফোঁটায় ফোঁটায়' অস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার নীতি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার।
সে ক্ষেত্রে করণীয় কী?
রাশিয়ার জব্দ করা ৩০০ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ ইউক্রেনকে ব্যবহার করতে দিতে হবে। রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা (বিশেষ করে ছদ্মবেশী যেসব জাহাজে রাশিয়ার তেল পরিবহন করে) জোরদার করতে হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইউক্রেনকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাতে হবে (বিশেষ করে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা)। ইউরোপের যে দেশগুলোর অস্ত্র কারখানাগুলো থেকে ইউক্রেনে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করা হয়, সেগুলোতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পশ্চিমা অস্ত্র ব্যবহারে যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা থাকে, সেটা তুলে নিতে হবে। ইসরায়েলকে যেভাবে সুরক্ষা দেওয়া হয়, সেভাবে রাশিয়ার ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে হবে। পশ্চিম ও পূর্ব ইউক্রেনে ন্যাটো সেনা নিয়োগ করতে হবে। ইউক্রেনকে কীভাবে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়া হবে, সেই পথনকশা ঠিক করতে হবে।
পশ্চিমারা যা যা করার দরকার, তার সবটা কেন করছে না, তার পেছনে আরেকটি কারণ আছে। ঘটনাটি যদি পর্তুগাল বা ফ্রান্সে ঘটত, তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সুরক্ষা দেওয়া হতো। ইউক্রেনকে 'ইউরোপের' অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। সে কারণে তাদের সহজেই উপেক্ষা করা হচ্ছে।
ইউক্রেন ফ্রন্টলাইন বা সম্মুখভাগের দেশ। একসময়কার ক্রেমলিন সাম্রাজ্যের অংশ মলদোভাও এখন রাশিয়ার প্রভাববলয় থেকে বেরিয়ে এসেছে। নিশ্চিত করেই দেশটি বিপদের মধ্যে আছে। পোল্যান্ড এবং বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলোও মস্কোর প্রভাব মুক্ত হয়ে স্বাধীন অবস্থান নেওয়ায় রাশিয়ার 'শত্রুতে' পরিণত হয়েছে।
আর কত দূর পানি গড়ালে পশ্চিমা বিশ্ব এই সিদ্ধান্ত নেবে, এবার যথেষ্ট হয়েছে, এই যুদ্ধে এবার জেতা দরকার।

জেমস নিক্সি চ্যাটাম হাউসের রাশিয়া-ইউরেশিয়া কর্মসূচির প্রধান
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম নজর

দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজে মহিলাদের সার্টিফিকেট প্রদান

আপনজন ডেস্ক: হাওড়ার মুনসিডাঙ্গায় অবস্থিত দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজে ২০২২-২০২৪ শিক্ষাবর্ষের অষ্টম কনভোকেশন বিশেষভাবে উদযাপিত হল। সংখ্যালঘু মহিলাদের জন্য শিক্ষা এবং স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটি তার শিক্ষার্থীদের সাফল্য উদযাপন করতে গর্বিত। গত ৩০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে কলেজ ক্যাম্পাসে দুপুর ২টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই কনভোকেশন অনুষ্ঠিত হয়, যা শুধু একাডেমিক সাফল্য নয়, বরং মহিলা ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজ এর ডাইরেক্টর সিদ্দিকা তাবাসসুম বলেন, "আমাদের এই কনভোকেশন ২০২৪ এর মূল উদ্দেশ্য হলো, ছাত্রীরা যে দুই বছরের কঠোর অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের মাধ্যমে এই কোর্সটি সম্পন্ন করেছে, সেটি একটি ছোট্ট কৃতিত্ব। তারা সত্যিকারের কৃতী হিসেবে বিবেচিত হবে তখনই, যখন তারা এই অর্জিত জ্ঞানকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করবে এবং সেই শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।"
তিনি আরো বলেন, "আমরা আমাদের ছাত্রীদের কাছ থেকে আশা করি যে, তারা এই জ্ঞানকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করবে এবং সর্বদা তাদের কাজে তা প্রয়োগ করবে এবং নিজেকে দেশের সচেতনশীল নাগরিক হিসেবে তুলে ধরবে।"
এদিন ৪৯ জন শিক্ষার্থী, যারা ডিপ্লোমা ইন দ্বিনিয়াত এডুকেশন কোর্স সম্পন্ন করেছেন, তাদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়, এছাড়া সর্বোচ্চ উপস্থিতি এবং আখলাকের জন্যও বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নানা ব্যক্তিত্ব, যারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে, এরপর শিক্ষার্থীদের পরিবেশনে ছিল ইসলামিক গীত, পাশাপাশি দেশাত্মবোধক গানও গাওয়া হয়।

নব নির্বাচিত বিধায়ককে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: বিধানসভার নব নির্বাচিত বিধায়ক সেখ রবিউল ইসলামকে খড়িবাড়ির কীর্তিপুর ১ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস শুক্রবার খড়িবাড়ি বাজারে খড়িবাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের সামনে সংবর্ধনা দিল। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শম্ভু ঘোষ, বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আসের আলি, কীর্তিপুর ১ তৃণমূল সভাপতি মান্নান আলি, কীর্তিপুর পঞ্চায়েত প্রধান তৃষ্ণা পাত্র, শাহাজান বাদশা, ইসরায়েল সাহেব, হাজি মেজবাহউদ্দিন সাহাজি, সাহাবুদ্দিন আলি, হাফিজুল ইসলাম প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আব্দুর রউফ।

বৃত্তি পরীক্ষায় ২ য় লাব্বাইক মিশনের ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নেতড়া

আপনজন: 'মাল্টি ট্যালেন্ট সার্চ এক্সাম২০২৪' পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয় শনিবার। জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ডায়মন্ড হারবার থানার নেতড়ার আবাসিক -অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাব্বাইক মিশনের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র রিজুয়ান গাজী দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। সেইসঙ্গে সপ্তম শ্রেণির জাহির গাজী সেন্টারের প্রথম স্থান অধিকার করে । ক্লাস থ্রির মেহতাব হোসেন সাঁফুই পরীক্ষা সেন্টারের মধ্যে প্রথম এবং আছিয়া খাতুন মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করে।
লাব্বাইক মিশনের সম্পাদক আজিজুল হক জানান, পিছিয়ে পড়া পরিবারের শিশুরা ভালো ফলাফল করায় তাদের মিষ্টি মুখ করান।

চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার পুলিশের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন সময় চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন গুলি উদ্ধার করে তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বভাবতই খুশি প্রকৃত মালিকেরা। পুলিশের এই তৎপরতায় স্বভাবতই খুশি তাঁরা। জানাগেছে, বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল চুরির ঘটনা সামনে আসছিল। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেতে অনেকেই থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন। এরপর এই ঘটনার তদন্তে নামে বালুরঘাট থানার পুলিশ। সব মিলিয়ে প্রায় ২১ টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয়া হয়। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান চলবে বলেই বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন হারিয়ে যাওয়া মোবাইল তাঁদের প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেবার সময় থানা চত্বরে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট থানার থানার আইসি সহ বিভিন্ন পুলিশ অফিসার।
এবিষয়ে নিজের মোবাইল ফিরে পেয়ে এক মহিলা জানান, 'ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে মোবাইলটি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আজ মোবাইলটি ফিরে পেলাম।

জলঙ্গির গ্রামে ৭৯ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও বার্ধক্য ভাতা মেলেনি বৃদ্ধা মহিলার

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: সরকারি নিয়ম অনুসারে একজন কর্মহীন মানুষ যদি ৬০ বছর পেরিয়ে যায় তাহলে সেই মহিলা বা পুরুষ সরকারি ভাবে বার্ধক্য ভাতার জন্য সরকারি দপ্তরে আবেদন জানাতে পারে আর আবেদনের ভিত্তিতে আবেদন কারির আবেদন পত্র চেকিং করে তার বার্ধক্য ভাতার তালিকায় নাম তোলা হয়,তালিকায় নাম তোলার পর সরকারি ভাবে মাসিক ভাতা হিসেবে এক হাজার টাকা পাই একাউন্টে।কিন্তু সরকারি সাহায্যর জন্য একাধিকবার সরকারি দপ্তরে আবেদন জানানোর পরেও আজও মেলেনি বার্ধক্য ভাতার টাকা,যেখানে ৬০ বছরেই ভাতার টাকা পাওয়ার কথা সেখানে ৮০ বছরে পৌঁছিয়ে গেলেও মিলছে না ভাতার টাকা।সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের সাদিখার দেয়ার অঞ্চলের জোতছিদাম গ্রামের ৭৯ বছরের শ্রীমন বিবি নামের এক মহিলা। তার দাবি একাধিক বার দুয়ারে সরকার শিবিরে গিয়ে কাগজ জমা করেছি কিন্তু আজও ভাতা পাইনি।তিনি আরো বলেন আমরা স্বামী স্ত্রী অসুস্থ শরীর পাশাপশি কোনো কাজ কর্ম তেমন ভাবে করতে পারিনা।ছেলেরা সব বিয়ে করে আলাদা সংসার করেছে একটা ছোট টিনের ঘরে কোনো রকম ভাবে জীবন কাটায়,এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পাইনি। সরকারের কাছে বিশেষ অনুরোধ যে মৃত্যুর আগে যদি ভাতা পেতাম তাহলে দুই বেলা দু মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচতে পারতাম সেটা আর হয় তো আমাদের কপালে নেই।
ঘটনায় সাদিখার দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলামকে প্রশ্ন করা হলে প্রধান জানান অনেক সময় আবেদন পত্র জমা দেওয়ার পরে আধার ভোটার সহ অন্য পরিচয় পত্র গুলোর সঙ্গে মিল না থাকায় বঞ্চিত হয়ে উপভক্তরা তবে বিষয়টা আমি জানতে পারলাম আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যাতে করে বার্ধক্য ভাতা পান তার সুব্যবস্থ করবো বিডিও সাহেব কে বলে।
জলঙ্গীর যুগ্ম বিডিও রাকিবুল হক জানান আমাদের এন্ট্রি করার পরে জেলা ফাইনাল করেন,তিনি আরো বলেন ব্লকে আসলে যাতে ভাতার টাকা পায় সেই ব্যবস্থা করা হবে। তবে এখন দেখার আদতে কি পাই বার্ধক্য ভাতার টাকা।শুধু সাদি খার দেয়ার অঞ্চল নয় জলঙ্গী ব্লকের একাধিক গ্রামের মানুষের বয়স হয়ে গেলেও মেলেনি বার্ধক্য ভাতার টাকা,অনেকে আবেদন করার পরে মারাও গিয়েছেন। যেখানে রাজ্য সরকার বার বার সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু এই কাজ কিন্তু গ্রামের মানুষের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছে না বলে দাবি এলাকাবাসীর।

২৬শে তৃণমূল ২৬০টি আসন পাবে: পুলক

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন:আগামী ২৬শের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২৬০টি আসন পেয়ে চতুর্থ বারের মতো সরকার গঠন করবে বলে জানালেন মন্ত্রী পুলক রায়।প্রসঙ্গত,শনিবার মহেশপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও শিশু মিলন উৎসবের আয়োজন করা করেছিল।সেখানে উপস্থিত হয়ে মঞ্চ থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে তীব্র আক্রমণ করার পাশাপাশি আগামী ২৬শের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ২৬০টি ক্ষমতায় আসতে চলেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়।

বহরমপুরে কৃষি সমবায় সমিতি ব্যাঙ্কের ভোটে জয়ী হল তৃণমূল

হাসান বশির ● বহরমপুর

আপনজন: সমবায় সমিতি ব্যাঙ্কের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের দখল বহরমপুর তৃণমূল কংগ্রেসের বড় জয়, বিরোধী দলের পরাজয়। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর ব্লকের হাতীনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জানমহম্মদপুর-হিকমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ ব্যাঙ্কের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস এবার শক্তিশালী উপস্থিতি প্রমাণ করেছে। আজ শুক্রবার সকাল থেকে ভোট হওয়ার পর গণনায় দেখা যায়, তৃণমূল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সমিতির নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে তাতে ভীষণভাবে খুশি বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি, বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোঃ আইজুদ্দিন মন্ডল, বহরমপুর ব্লক সহ-সভাপতি বুলবুল সেখ, হাতিনগর অঞ্চল সভাপতি সুজাম্মেল সেখ, তৃণমূল কংগ্রেস দল কর্মী ভূপেন মন্ডল, বাবু মোল্লা সেখ, বিজন মন্ডল এছাড়া হাতিনগর অঞ্চল নেতৃত্ববৃন্দ। এই নির্বাচনে মোট মোট আসন সংখ্যা ১৩ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছে ১২ টি আসনে জয়লাভ করেছে।
বিরোধী দলগুলি, বিশেষত কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে পিছিয়ে পড়েছে। নির্বাচনে জয়লাভের পর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বলেন, "এই জয় জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ। আমরা আগামী দিনে আরও উন্নয়নের জন্য কাজ করব।"
অন্যদিকে, বিরোধী দলের নেতারা নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য প্রশাসনিক কারচুপি ও তৃণমূলের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। নির্বাচন কমিশনের মতে, ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং কোনো বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বহরমপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা এবং গ্রামীণ এলাকায় তাদের সাংগঠনিক শক্তি এই জয়ের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও বহরমপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মোঃ আইজুদ্দিন মন্ডল বলেন, এই সমবায় সমিতি কৃষি উন্নয়নের জন্য করা হয়েছে, কিন্তু কৃষকরা কৃষি লোন পায়নি এবং বিভিন্ন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ তার অবসান ঘটেছে। এই জয় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়, এই জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়, এই জয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়।
অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি ইসরাইল সেখ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু গুন্ডা বাহিনী বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট করেছে এবং তাঁদের প্রতিনিধিদের মারপিট করে জখম করে দিয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে দুজন সাব্বির সেখ ও জৈনুদ্দিন সেখ বহরমপুর মেডিকেল কলেজ ও হসপিটালে চিকিৎসাধীন। বিরোধী দল কর্মীরা তীব্র ধিক্কার জানিয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসের এইভাবে গুন্ডামি করে নির্বাচনের জয়কে এবং পুলিশ প্রশাসনের নীরবতা পালনকে।

ভোটে দল জিততেই রাস্তা সংস্কারের জন্য ৭ কোটি বরাদ্দ সাংসদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া ইন্দপুর ব্লকের ডাঙ্গারামপুর থেকে গুন্নাথ পর্যন্ত প্রায় ৮ কিমি রাস্তা বেহাল, রাস্তা সংস্কারের জন্য বারে বারে স্থানীয় প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসন ও জেলা নেতৃত্ব দের জানিও লাভ হয়নি কিছুই।
নিত্যদিন এই রাস্তার উপর দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করে ছোট বড় বহু বাস,লড়ি সহ ছোট বড় বহু যানবাহন। সমস্যায় পরতে হয় স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রী থেকে রোগী ও রোগীর আত্মীয়দের।
তাই গেল তালডাংরা বিধানসভার উপ নির্বাচনে এলাকায় প্রচারে গিয়ে রাস্তার বেহাল দশা দেখে ও এলাকার মানুষের অভিযোগ পেয়ে বাঁকুড়া লোকসভার সাংসদ কথা দেন ভোটে জয়ী হলে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করবেন।
চলতি মাসে ২৩ শে নভেম্বর এই বিধানসভা উপ নির্বাচনে জয়ী হয় তৃণমূলপ্রার্থী ফালগুনি সিংহ বাবু। জয়ের পরেই সাংসদ তহবিল থেকে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অরুপ চক্রবতী। এতেই খুশি এলাকার মানুষ। তবে এলাকার মানুষের দাবি দূত সম্পূর্ণ হোক রাস্তা সংস্কারের কাজ।

লালবাগ থেকে রাতারাতি উধাও আস্ত আমবাগান!

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: প্রশাসনের নাকের ডগা থেকে রাতারাতি হারিয়ে গেল আস্ত আম বাগান। সপ্তাহ তিনেক আগেও বাগানে কয়েকশো আমগাছ ছিল। কিন্তু তার মাঝেই হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল সেই বাগানের আমগাছ। মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের দিঘিপাড়া এলাকার ঘটনা।
এ বিষয়ে মুর্শিদাবাদে শহর কংগ্রেসের সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, 'একমাস আগে প্রথম যখন বাগানের গাছ কাটা শুরু হয় তখন মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন মহকুমা শাসক গিয়ে গাছ কাটা বন্ধ করলেও পরবর্তীতে একদিন সকালে সূর্য না উঠতেই বাগানের গাছ কেটে সাফ করে দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা।' তিনি আরও বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের মদতে এক শ্রেনীর দুষ্কৃতী প্রশাসনের নাকের ডগায় আমবাগান ধ্বংস করছে, অথচ প্রশাসন নির্বিকার। একে অপরের ঘাড়ে দায় ঠেলতে ব্যস্ত তারা। কেউ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না, পদক্ষেপ নেওয়ার নাটক করা হচ্ছে মাত্র। একদিনের জন্য নাটক করা হচ্ছে, তারপর যেই কার সেই। প্রশাসন বলে আর কিছু নেই।' এই ঘটনা প্রসঙ্গে সিপিএমের মুর্শিদাবাদ পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক মনু শেখ বলেন, 'যেসব দুষ্কৃতি গাছ কাটছে বা জমি মাফিয়া তারা তৃণমূলের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠেছে। ঘটনাস্থল থেকে মহকুমা অফিস বা থানা মাত্র এক কিলোমিটার দূরে। প্রশাসন চাইলে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। আর তাতে আরও বেশি মদত পাচ্ছে তারা।'
ঘটনা প্রসঙ্গে লালবাগের মহকুমা শাসকের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদিও এবিষয়ে মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, 'গাছ কাটার জন্য পৌরসভার কাছ থেকে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে হয়। কিন্তু সেই অনুমতি না নিয়েই দুষ্কৃতীরা গাছ কেটেছে। প্রথম যেদিন গাছ কাটে, খবর পেয়ে সেদিন পৌরসভার প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিলাম এবং মহকুমা শাসক কে বিষয়টি জানিয়েছিলাম। সেদিন গাছ কাটা বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে গাছ উধাও হওয়ায় আমরা সকলেই হতভম্ব। আশা করছি দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।'

স্কুলের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● করণদিঘি

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার লাহুতাড়া কামাত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দেরিতে আসা এবং বিদ্যালয়ের নানা অব্যবস্থার অভিযোগে সোমবার সকালে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবকরা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা সময়মতো উপস্থিত হচ্ছেন না। ছাত্র-ছাত্রীরা সকাল ১০টায় স্কুলে এলেও শিক্ষকরা বেশিরভাগ দিনই ১১টা বা তারও পরে উপস্থিত হন। কোনো কোনো দিন দুপুর ১২টায়ও আসেন।
এর ফলে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান ক্রমশ নিচে নামছে।
এছাড়াও, মিড ডে মিল নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। অভিভাবকরা জানিয়েছেন, শিশুদের জন্য রান্না করা খাবার প্রায়ই মানহীন হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরিবেশন করা হয় না। এই অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও পুষ্টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা।
বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও কোনো সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে, স্থানীয় প্রশাসনের কাছে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

শ্রীরামপুরে মুহাম্মদ সেলিম

আপনজন ডেস্ক: শ্রীরামপুর আর এম এস ময়দানে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সীতারাম ইয়েচুরির স্মরণ সভায় এসে উপস্থিত হলেন কমরেড মহঃ সেলিম। এইদিন এই সভায় এসে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হলেন সেলিম। এর পাশাপাশি আর জি করের ঘটনা নিয়ে ও নিন্দা করলেন সেলিম।

ছবি: সেখ আবদুল আজিম

পঞ্চায়েত ভবনের রং করা হল গেরুয়া

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাজনৈতিক রং না এবার বদলে গিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের রং।এই নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে মালদহে। সাম্প্রতিক কালে রংয়ের রাজনীতিতে রং চেনা দায়। নীল সাদা হোক গেরুয়া বা লাল। বিভিন্ন সময় রং দিয়েই হচ্ছে রাজনীতির বিচার। যখন রাজ্য-জুড়ে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে হচ্ছে নীল সাদা রং বিভিন্ন দফতর । তখন হঠাৎ করেই মালদহে বিজেপি পরিচালিত এক পঞ্চায়েতে এক লহমায় রঙের পরিবর্তন। নীল সাদা পরিবর্তে গেরুয়া রঙে রেঙে গেল পঞ্চায়েত ভবন। তারপরেই তুঙ্গে বিতর্কের ঝড়। তৃণমূলের অভিযোগ পঞ্চায়েত দপ্তরকে পার্টি অফিস করেছে বিজেপি। সাথে তাদের দাবি যদি গেরুয়া রং করা হয় তবে রাজ্য থেকে সমস্ত টাকা নেওয়া বন্ধ করা হোক বলে অভিযোগ করে। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি বিজেপির। বিজেপির মতে পঞ্চায়েত স্ব শাসিত সংস্থা তাই সেখানে কেউ রং নির্ধারণ করতে পারবে না। পুরাতন মালদার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঘটনায় তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। যদিও কয়েক বছরে ভাবুক অঞ্চল বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অপরাজিতা বিলের সমর্থনে বোলপুর শহর

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর শহর ও ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশু সুরক্ষা অপরাজিতা বিলটিকে আইনের পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে পথ মিছিল করা হলো বোলপুর শহরে। শনিবার বিকেল তিনটে নাগাদ বোলপুর রেল ময়দান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলারা একত্রিত হয়ে পথ মিছিলের মাধ্যমে এই প্রতিবাদ জানান। মিছিলের মূল উদ্দেশ্য মহিলা ও শিশু সুরক্ষা অপরাজিতা বিলটিকে আইনে পরিণত করতে কেন্দ্র সরকারকে অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মহিলা তৃণমূল শহর ও ব্লক কংগ্রেসের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলারা এবং বোলপুর পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ।

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র বিলি পুলিশের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পেতে শুরু হয়েছে শীতবস্ত্র কেনাকাটা। কিন্তু সাধ থাকলেও যাদের সাধ্য নেই অর্থাৎ নুন আনতে পান্তা ফুরানো ব্যাক্তিদের শীতবস্ত্রের স্বপ্ন অধরাই রয়ে যায়। সেই সমস্ত অসহায় মানুষদের কথা মাথায় রেখে লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ সমস্যা দূরীকরণে শীতবস্ত্র বিতরন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। জানা যায়। বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও লোকপুর থানার আয়োজনে এদিন শনিবার বুধপুর গ্রামের ৪০ জনকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। জাঁকিয়ে শীত পড়ার আগেই শীতবস্ত্র পেয়ে স্বভাবতই খুশি স্থানীয় মানুষজন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার এ এস আই নয়ন ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ রায়, লোকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সেখ তারা,সমাজসেবী সেখ সামসের আলী,সেখ মিলন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

পথশ্রী রাস্তার উদ্বোধন কেয়াপুকুরে

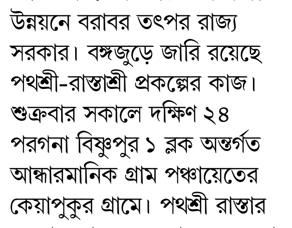

মাফরুজা মোল্লা ● জয়নগর

আপনজন: গ্রামগঞ্জের রাস্তাঘাটের উন্নয়নে বরাবর তৎপর রাজ্য সরকার। বঙ্গজুড়ে জারি রয়েছে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী প্রকল্পের কাজ। শুক্রবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিষ্ণুপুর ১ ব্লক অন্তর্গত আন্ধারমানিক গ্রাম পঞ্চায়েতের কেয়াপুকুর গ্রামে। পথশ্রী রাস্তার সংস্কার কাজের সূচনা হয়। সূচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মন্ডল।বিষ্ণুপুর-১ ব্লক অন্তর্গত আন্ধারমানিক গ্রাম পঞ্চায়েতের কেয়াপুকুর চৌমাথা হইতে কেয়াপুকুর প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত ও দ্বিতীয়টি যথাক্রমে গাংরাই বাদামতলা হইতে চকনিতাই মাঝিপাড়া পর্যন্ত এক কিলোমিটার করে মোট ২ কিলোমিটার রাস্তার কাজ। এই পথে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত। কিন্তু রাস্তার অবস্থা ছিল অত্যন্ত বেহাল। এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি পলাশ কর্মকার সহ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: রবীন্দ্রনাথের সাথে হেলেন কেলারের সাক্ষাৎকারের অসাধারণ মুহূর্ত
- নিবন্ধ: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবেদন: একটি ঐতিহাসিক চিঠি
- অণুগল্প: হ্যাপি বার্থডে
- ধারাবাহিক গল্প: অন্তরালে অমাবশ্যা
- ছড়া-ছড়ি: আমি

দর্শন আর ধর্মের মাঝে সংহতি স্থাপনের স্থপতি

ইবনে রুশদ

ইবনে রুশদ ১১২৬ সালে স্পেনের কর্ডোভায় এক সম্ভ্রান্ত এবং ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদা আলমোরাভিদ রাজবংশের শাসনামলে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১১৪৬ সালে আলমোরাভিদ রাজবংশের পতন ঘটে এবং ক্ষমতায় আসে আলমোহাদ বংশ। তবে রুশদের গতানুগতিক ধারার শিক্ষাজীবনে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। শিক্ষাজীবনের শুরুই করেছিলেন হাদিস শিক্ষা, কুরআন এবং ফিকহ শাস্ত্র, সাহিত্য এবং আইনশিক্ষা দিয়ে। লিখেছেন **মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।**

“অজ্ঞতা থেকে ভীতি তৈরি হয়, ভীতি ঘৃণার সৃষ্টি করে আর ঘৃণা থেকে আসে হিংস্রতা। এটাই নিয়ম।”
– ইবনে রুশদ

অষ্টম শতক পর্যন্ত আরবে গ্রীক দর্শনকে সন্দেহের চোখে দেখা হতো। দর্শন ধর্মের সাথে সংঘাতপূর্ণ বলেই ভাবা হতো। তবে মুতাজিলা (যারা দর্শনকে ধর্মের সাথে সংঘাতপূর্ণ ভাবতো না) ধর্মতত্ত্বের প্রবর্তনে গ্রীক দর্শন কিছুটা হলেও গ্রহণযোগ্যতা খুঁজে পায়। কিন্তু ইমাম আবু আল হাসান আল আশ’আরী প্রবর্তিত ‘আশ’আরী’ তত্ত্ব নতুন করে দর্শন বিরোধিতা শুরু করে এবং সবধরনের যুক্তি-তর্ক আর প্রশ্ন করার ব্যাপারটিকে তারা ‘অবিশ্বাস’ বলে আখ্যায়িত করতে থাকে।
ইবনে রুশদ এমনই এক প্রতিকূল পরিবেশে নিজের দর্শন রচনা করে গেছেন। তিনি অবশ্যই কুরআনকে সত্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করেছেন। তবে তিনি বলেছেন যে কুরআনের অনেক কিছুই গভীর অর্থবহ, যা বুঝতে হলে দর্শনের প্রয়োজন। তিনি যে রাজবংশের হয়ে রাজনীতি করেছেন, সে বংশের উদার পৃষ্ঠপোষকতাই তাকে তার দর্শন নিয়ে এগোতে সহায়তা করেছে। তবে ক্রমশ বাড়তে থাকা উদারবাদী দর্শন বিরোধী আন্দোলনের মুখে তাকে নির্বাসিত হতে হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে নির্বাসনের পূর্বেই রুশদ তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ‘ডিসিসিভ ট্রিটিজ’ রচনা করে ফেলেছিলেন।
“যারা চিন্তা ও গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে।”- সূরা আল ইমরা; আয়াত-১৯১
“অতএব, চক্ষুষ্মানরা শিক্ষা গ্রহণ করো।”- সূরা আল হাশর; আয়াত- ২
ইবনে রুশদ তার ডিসিসিভ ট্রিটিজে দর্শন কেন গুরুত্বপূর্ণ, সে আলোচনা শুরু করেছেন পবিত্র কুরআন থেকে উপরোক্ত দুটি আয়াত দিয়ে। তার মতে, দার্শনিক আর আইনজীবীরা একই পন্থা অবলম্বন করে। আইনজীবীরা নির্দিষ্ট কিছু ধারা পূর্বেই শিখে রাখেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করেন।
তেমনিভাবে দার্শনিকদের সৃষ্টি ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক দর্শন মূলত ধর্ম থেকেই আসে। ধর্মগ্রন্থই মানুষকে চিন্তা করতে বলে এবং সে চিন্তার সীমাও ঠিক করে দেয়। অন্যদিকে জ্ঞানের বিস্তৃতির চিরাচরিত প্রথাই হচ্ছে এই যে, একজন পণ্ডিতের জ্ঞানচর্চা থেকেই তার পরবর্তী প্রজন্ম সত্য মিথ্যার আলোকে, জ্ঞান আহরণ, পরিবর্ধন এবং বর্জন করবে। যদি কারো দর্শন সত্য হয়, তাহলে তার ধর্ম ভিন্ন হলেও সে দর্শন গ্রহণ করা উচিৎ। ঠিক যেমনি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে গেলে যেসব দ্রব্য ব্যবহার করা হয়, তা সর্বদা স্বীয় ধর্মের লোকদের দ্বারা তৈরি না-ও হতে পারে। তাই দর্শন আর ধর্ম কখনোই সাংঘর্ষিক নয়।
সবাই দর্শন থেকে সত্য খুঁজে পাবে না, এটিই স্বাভাবিক। রুশদের মতে, ধর্মগ্রন্থকে তিনভাবে বিশ্লেষণ করে তা থেকে দর্শন খুঁজে পাওয়া সম্ভব। প্রতিপাদন, ন্যায়শাস্ত্রে যাচাই এবং অলংকারশাস্ত্র। আর এই তিন উপায়ে ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে মানবজাতি তিন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম শ্রেণী দার্শনিকদের। দ্বিতীয় শ্রেণীতে থাকে ধর্মতাত্ত্বিকরা। আর সবশেষে সাধারণ মানুষের অবস্থান। রুশদ ছিলেন মনেপ্রাণে একজন আন্তরিক মুসলিম। তাই কুরআনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে ঘোষণা দেন তিনি। তার মতে, প্রতিপাদক পদ্ধতিতে সত্য যাচাই করতে গেলে শেষতক কুরআনের কাছেই পৌঁছুতে হবে। কারণ কুরআনে প্রকৃতির সত্য উদঘাটন করা হয়েছে। আর যদি কোনোকিছুর প্রতিপাদন কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তবে সেটা কেবলই সাময়িক একটি ব্যাপার। ভবিষ্যতে তার সমাধানও অনিবার্য। আবার কোনো ক্ষেত্রে যদি ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ উভয়েই কোনো বিষয়ের অস্তিত্বে বিরোধ প্রকাশ করে, তবে সেক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থকে রূপকার্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। আর রূপক শুধু দার্শনিকরা ব্যবহার করেন না, ধর্মতত্ত্ববিদরাও ব্যবহার করেন। তাই দর্শনকে ধর্মতত্ত্বের সাথে সাংঘর্ষিক ভাবাটা যুক্তিসঙ্গত নয়।
সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এবং অসীমত্ব সংক্রান্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত একটি ছোট গ্রন্থও রচনা করেছেন ইবনে রুশদ। ‘আল কাশফ আন মানাজিল আল আদিল্লা ফি আকিদা আল মিল্লা’ নামক গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদের নাম ‘দ্য এক্সপোজিশন অব দ্য মেথডস অব প্রুফ কনসার্নিং দ্য বিলিফ অব দ্য কমিউনিটি’। এই গ্রন্থের মূল আলোচনা ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় গোত্রের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত বিশ্বাসের তুলনা। প্রথমে তিনি চারটি মূল গোত্রীয় বিশ্বাসের বর্ণনা দিয়েছেন। গোত্র চারটি হচ্ছে মুতাজিলি, আশ’আরী, সুন্নি এবং ‘লিটারেলিস্ট’ বা আক্ষরিক, যারা ধর্মগ্রন্থের বিকৃত এবং মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়। এই চার গোত্রের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ব্যাখ্যাই ইবনে রুশদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বরং কুরআনে খুব সহজ উপায়ে আল্লাহর অস্তিত্বের বর্ণনা রয়েছে বলেই মনে করেন রুশদ।
রুশদের মতে, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে দুটি যুক্তিই যথেষ্ট। একটি হচ্ছে দূরদর্শিতার যুক্তি। পৃথিবীর সবকিছুই আদতে মানুষের ব্যবহারের জন্যই সৃষ্টি। চাঁদ, সূর্য, গাছপালা, পশুপাখি, মাটি, পানি, বায়ু এবং দেখা অদেখা সবকিছুই যেন এক চূড়ান্ত সুরের মূর্ছনায় প্রতিনিয়ত বিমোহিত করে চলেছে মানবজাতিকে। এমন নিখুঁত সুর যেহেতু অস্তিত্ববান, তাহলে এর সুরকার তো কেউ একজন অবশ্যই আছেন! দ্বিতীয় যুক্তিটি হচ্ছে উদ্ভাবনের যুক্তি। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত আমরা যা দেখি বা ব্যবহার করি, সব কিছুই কারো না কারো দ্বারা উৎপাদিত। ঠিক তেমনি মানুষ বা পশুপাখিও এমনি এমনি পৃথিবীতে চলে আসেনি। কেউ একজন সেগুলো তৈরি করেছেন অবশ্যই। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই আল্লাহ। তবে সৃষ্টিকর্তা দুজন হতে পারে কিনা, এর উত্তর সম্পূর্ণ করতে পারেননি রুশদ। প্রথমে তিনি ব্যাখ্যা করেন, সৃষ্টিকর্তার প্রধান গুণ হচ্ছে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যদি দুজন সৃষ্টিকর্তা থাকতো, তাহলে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে যেকোনো একজনের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হলে অপরজনের বিরুদ্ধাচরণ হতো, যা তার সর্বশক্তিমান গুণের বিপরীত। তাই সৃষ্টিকর্তা একজনই। কিন্তু সমালোচকরা পুনরায় প্রশ্ন করেন, যদি উভয় সৃষ্টিকর্তা সহমতের ভিত্তিতে মহাবিশ্ব চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে কী হবে? ইবনে রুশদ বেঁচে থাকলে হয়তো কোনো উত্তর দিয়ে যেতেন, তবে তিনি ততদিনে পরলোকগমন করেছেন।
ইবনে রুশদ তার ‘তাহাফাত আল তাহাফাত’ গ্রন্থে সৃষ্টিকর্তা থেকে সৃষ্টির দিকে চলে যান। তিনি পৃথিবীর চিরস্থায়িত্ব নিয়ে বিশ্বাস করাকে দার্শনিকদের ভাবনার স্বাধীনতা বলে উল্লেখ করেন। তার মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বিদ্যমান অস্তিত্বকেই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যার মধ্যে দুটি হচ্ছে চরম এবং একটি মধ্যবর্তী। চরম বা চূড়ান্ত শ্রেণীর একটি রূপ হচ্ছে এমন যে, সেগুলো কোনোকিছু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটি হচ্ছে সময়, যা কিনা মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর থেকে শুরু হয়ে এখনো চলছে। দ্বিতীয় চরম শ্রেণীটি হচ্ছে প্রথমটির ঠিক বিপরীত। এটি কোনোকিছুর দ্বারা কিংবা তা থেকে সৃষ্টি হয়নি। এর অস্তিত্ব চিরন্তন। আর তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। আর শেষ শ্রেণীটি হচ্ছে এমন কিছু, যা কোনো পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু সময়ের অগ্রবর্তী নয়। অর্থাৎ মহাবিশ্ব, যা সৃষ্টির পরই সময় চলতে শুরু করে। মহাবিশ্বকে রুশদ মধ্যবর্তী বলেছেন এজন্য যে, তিনি বিশ্বাস করতেন মহাবিশ্ব না প্রাক-চিরন্তন, না কোনো বিন্দুতে সৃষ্ট। কারণ, যদি মহাবিশ্ব চিরন্তন অতীত থেকে চলে আসতো তাহলে তা হবে অর্থহীন। আবার যদি মহাবিশ্ব কোনো বিন্দুতে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে এর ধ্বংস হবার সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু (রুশদের মতে) মহাবিশ্ব নিত্য এবং তা ধ্বংস হতে পারে না।
ইবনে রুশদ ছিলেন একজন আপাদমস্তক অ্যারিস্টটলীয়ান। তার দর্শনে যেমন অ্যারিস্টটলের প্রতিফলন রয়েছে, তার মেটাফিজিক্সকেও অনেক তাত্ত্বিক এক কথায় অ্যারিস্টটলের মেটাফিজিক্সেরই নতুন সংস্করণ বলে আখ্যায়িত করেন। তাই রুশদের মেটাফিজিক্স নিয়ে বাড়তি আলোচনা না করে তার মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যাক। তার মনস্তত্ত্ব বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে ‘তকবিস কিতাব আল নফস’। সেখানে তিনি মানব মনের পাঁচটি কর্মক্ষমতার কথা বলেছেন। পুষ্টি সংক্রান্ত, সংবেদনশীলতা, চিন্তাশীলতা, জৈবিক চাহিদা এবং যৌক্তিকতা। সকল প্রাণী এবং উদ্ভিদের প্রাথমিক মনস্তাত্ত্বিক ক্ষমতাই হচ্ছে পুষ্টি সংক্রান্ত বা জায়মান ক্ষমতা। বাকি চারটি ক্ষমতাই এই প্রাথমিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল এবং এর ক্রমবিকাশের সাথে সাথে সেগুলো বিকশিত হয়।
প্রথমত, প্রাথমিক পুষ্টি সংক্রান্ত সক্ষমতাই সকল খাদ্য ও অন্যান্য জৈব পদার্থের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্ভাবনাকে (সম্ভাবনা বলতে পুষ্টি বোঝানো হয়েছে) বাস্তবতায় রূপ দেয়। এটি প্রাণীর মৌলিক বিকাশ এবং প্রজননের জন্য জরুরি।
অন্যদিকে সংবেদনশীলতা হচ্ছে একটি অকর্মক সক্ষমতা, যা সরাসরি কোনো কিছু করায় না, কিন্তু করবার জন্য মনকে উৎসাহিত বা অন্য কথায় (প্রভাবক দ্বারা) উত্তেজিত করে। আবার প্রাণীর মানসিক চিন্তাশীলতা পুরোপুরি সংবেদনশীলতার উপরেই নির্ভরশীল। কেননা, প্রাণী যা কিছু ভাবে বা কল্পনা করে, সবই কোনো না কোনোভাবে সংবেদনশীল মনস্তাত্ত্বিক সক্ষমতা (দর্শন, স্পর্শ ইত্যাদি) থেকেই পাওয়া। আর সবশেষ চিন্তাশীলতাই জৈবিক চাহিদা ও অন্যান্য আকাঙ্ক্ষাকে উসকে দেয়। এসবের বাইরে থাকে যৌক্তিকতা। যৌক্তিকতা মানুষের অন্তর্নিহিত একটি গুণ, যা পৃথিবীকে বুঝতে চেষ্টা করে। যে ব্যক্তির যৌক্তিকতা পৃথিবীকে যত বেশি বুঝতে সক্ষম হয়, তিনি তার কাজে কর্মে তত বেশি যৌক্তিক এবং নৈতিক হন। মনের এই যৌক্তিকতার শক্তি বা বিচারশক্তিই মানুষকে ভাবতে শেখায়, বুঝতে শেখায়, নতুন নতুন আবিষ্কার করায়, নৈতিক বানায়। এই যৌক্তিক মনের আবার দুটি অংশ থাকে। একটি হচ্ছে ব্যবহারিক, অপরটি তাত্ত্বিক।
ইবনে রুশদের সামগ্রিক দর্শনের একটা সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা দেখলাম। এবার তার জীবনীতে যাওয়া যাক। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাকে আমরা ইবনে রুশদ বলে চিনি, তার সবচেয়ে পরিচিত নাম কিন্তু অন্যকিছু! আবু আল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ তার পুরো নাম। তবে পশ্চিমা বিশ্বে তিনি পরিচিত ‘অ্যাভেরোস’ নামে। অ্যাভেরোসের ভিন্ন কোনো অর্থ নেই। তার পুরো নামের সংক্ষিপ্ত অংশ ইবনে রুশদেরই ল্যাটিন উচ্চারণ হয়েছে অ্যাভেরোস। কীভাবে হয়েছে? ইবনে হয়ে গেছে ‘অ্যাবনে/ অ্যাভেন’ আর রুশদ হয়ে গেছে ‘রুশিদ/রুসদ/রুস’। আর শেষ পর্যন্ত অ্যাভেন আর রুস মিলে হয়ে গেল অ্যাভেরোস।
ইবনে রুশদ ১১২৬ সালে স্পেনের কর্ডোভায় এক সম্ভ্রান্ত এবং ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার দাদা আলমোরাভিদ রাজবংশের শাসনামলে কর্ডোভার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তার বাবা আবুল কাসিম আহমাদও আলমোরাভিদ রাজপরিবারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তবে ১১৪৬ সালে আলমোরাভিদ রাজবংশের পতন ঘটে এবং ক্ষমতায় আসে আলমোহাদ বংশ। তখন কিছুটা সংকটের মুখে পড়ে আহমাদ পরিবার। তবে রুশদের গতানুগতিক ধারার শিক্ষাজীবনে এর কোনো প্রভাব পড়েনি।
শিক্ষাজীবনের শুরুই করেছিলেন হাদিস শিক্ষা, কুরআন এবং ফিকহ শাস্ত্র, সাহিত্য এবং আইনশিক্ষা দিয়ে। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে বিজ্ঞান এবং দর্শনে প্রাথমিকভাবে খুব একটা আকর্ষণ ছিল না রুশদের। ফলে শৈশবটা অন্তত এসব থেকে দূরেই ছিলেন তিনি। তবে তার গৃহশিক্ষক এবং বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক ইবনে বাজ্জাহের দর্শনই সম্ভবত তাকে প্রথম দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।
কর্ডোভার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক আবু জাফর ইবনে হারুনের নিকট তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে পড়ালেখা করেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক নিজের অসাধারণ গ্রন্থ ‘কিতাব আল কুলিয়াত ফি আল তিব্ব’এ তিনি হারুনের নিকট কৃতজ্ঞ থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তার এই বই পরবর্তী প্রায় কয়েক শতাব্দী যাবত সমগ্র ইউরোপ এবং আরব বিশ্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান পাঠ্য বই ছিল।
ইবনে রুশদ মারাকেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং সেখানে তিনি খলিফা আবদ আল মুমিনের সংস্পর্শে আসেন। খলিফা তাকে তার দার্শনিক গবেষণা ও জ্ঞানচর্চায় যথেষ্ট সহায়তা করেন। এ সময় রুশদ ধীরে ধীরে আলমোহাদ বংশের সাথে নিজের সম্পর্ক উন্নয়ন করার চেষ্টা করেন। ১১৫৯-৬৯ পর্যন্ত তিনি মারাকেশে বসবাস করেছেন। এ সময় তিনি খলিফা আবু আল ইয়াকুবের রাজ চিকিৎসক আবু তোফায়েলের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন। তোফায়েলের মুখে রুশদের প্রশংসা শুনে একসময় খলিফা রুশদকে তার দরবারের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন। খলিফা আবু ইয়াকুবই ইবনে রুশদকে গ্রীক দর্শনের উপর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ প্রবন্ধ রচনা করার নির্দেশ দেন। আর এই নির্দেশ থেকেই তিনি গ্যালেনের চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক কাজ, অ্যারিস্টটলের ‘পলিটিকস’, প্লেটোর ‘রিপাবলিক’, আলেকজান্ডারের ‘ডি ইন্টেলেকটু’, টলেমির ‘আলমাজেস্ট’, নিকোলাসের ‘মেটাফিজিক্স’ সহ অনেক বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকের বিখ্যাত সব দর্শনের উপর প্রবন্ধ রচনা করেন। আর এ কাজ করতে গিয়েই তিনি গ্রীক দর্শনের প্রেমে পড়েন। বিশেষ করে অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের।
“নারীকে মানুষ হিসেবে গণ্য করা উচিৎ, গৃহপালিত প্রাণী নয়।” – ইবনে রুশদ
উপরের উক্তিটি প্রমাণ করে তৎকালীন মুসলিম মনিষীদের মধ্যে ইবনে রুশদ ছিলেন সবচেয়ে বেশি উদারমনাদের একজন। তবে তার উদারমনা দর্শন অবশ্যই গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। যে খলিফা ইয়াকুবের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি নিজের দর্শন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই খলিফাই একসময় রুশদের অতিমাত্রায় (তৎকালীন মুসলিম দর্শনের তুলনায়) উদার দর্শনে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে “রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মনাশ করছে রুশদ”- এরকম জনশ্রুতি তৈরি হয়। ১১৯৫ সালে ক্রমাগত বাড়তে থাকা প্রতিকূল জনমত রুশদের সকল দর্শন বর্জন ঘোষণায় সহায়ক হয়।
পাশাপাশি তাকে লুসিনা নামক একটি ইহুদী সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামে নির্বাসিত করা হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই তার সকল লেখা নিষিদ্ধ করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় সংগ্রহশালা থেকে সকল গ্রন্থ এনে পুড়িয়ে ফেলা হয়। ১১৯৭ সালে মারাকেশ ফিরে আসা অনুমতি পান ইবনে রুশদ।
তবে শর্ত ছিল, তিনি কিছুই লিখতে পারবেন না। লেখার আর সময়ও পাননি অবশ্য। ১১৯৮ সালে মারাকেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইবনে রুশদ। কর্ডোভায় তাকে দাফন করা হয়।
মুসলিমদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং পণ্ডিত হিসেবে ইবনে রুশদের নাম ইতিহাসের পাতায় জ্বলজ্বল করছে। রেনেসাঁর যুগে ইউরোপে তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। তার জনপ্রিয়তা আঁচ করতে পারবেন যখন আপনি জানবেন যে বিখ্যাত ইতালিয়ান কবি দান্তের ভুবনখ্যাত ‘ডিভাইন কমেডি’তে ইবনে রুশদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
ব্রিটিশ ভারতীয় লেখক সালমান রুশদি তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছিলেন যে তার বাবা তাদের পরিবারের নাম ‘রুশদি’ রেখেছিলেন ইবনে রুশদের সম্মানে।
১৯৭৩ সালে রুশদের সম্মানে একটি গ্রহাণুর নাম রাখা হয় ‘৮৩১৮-অ্যাভেরস’। একটি বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদের গণ ‘অ্যাভেরোয়া’ করা হয় ইবনে রুশদের সম্মানে। তাছাড়া চাঁদের একটি ক্রেটারের নাম তার নামে ‘ইবনে রুশদ’ রাখা হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাথে হেলেন কেলারের সাক্ষাৎকারের এক অনন্য মুহূর্ত

সনাতন পাল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মেয়ে, তিনি একজন লেখিকাও বটে। আশায় বুক বেঁধে বসে আছেন ভারতের একজন কবি আসবেন। তাঁর সাথে তিনি দেখা করবেন এবং মনের ভাব বিনিময় করবেন। যাঁর সাথে দেখা করার জন্য অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করা যায়। খুব সহজে ধৈর্য চ্যুতি ঘটে না। সেই মার্কিন মেয়েটির শরীরের তিনটি অঙ্গের দ্বার রুদ্ধ। দৃষ্টি, শ্রবণ এবং কথা বলার প্রতিবন্ধতা নিয়ে আলোর প্রতিক্ষায় অধীর আগ্রহে তিনি পথ চেয়ে বসে আছেন। হয়তো মনে মনে গাইছেন সেই গান, “ এসো এসো আমার ঘরে এসো........ বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছো অন্তরে......”। মেয়েটি আর কেউ নন, তিনি হলেন বিশ্ব বিখ্যাত মানবতাবাদী মার্কিন লেখিকা- হেলেন কেলার। আর সেই ভারতীয় কবি এবং আলোর প্রতীক কে জানেন! তিনি তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশুর মতই হেলেন কেলারের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই উনিশ মাস বয়সে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপরেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণ ক্ষমতা চলে যায়। কিছুদিন পরে কথা বলার ক্ষমতাটাও হারিয়ে ফেলেন। এক মৌন, নিঃশব্দ, অন্ধকার পৃথিবীতে কেউ যেন তাঁকে আটকে দিল। বড় কঠিন সময় তাঁর জীবনে উপস্থিত হল। সেই আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক ভবিতব্য। কিন্ত সেখান থেকেই শুরু হলো রূপ কথার গল্প। যে গল্পের নায়িকা হলেন হেলেন কেলার। সেই গল্প শুনলেও বিশ্বাস করতে বিদ্রোহ করে। কিন্তু সত্যি চিরকাল সত্যিই হয়। গল্পের শব্দের হেরফের হতে পারে, বাক্যের গঠন পাল্টে যেতে পারে- কিন্তু মূল ঘটনা কখনও পাল্টায় না।
মায়ের সাহায্যে এবং নিজের অদম্য ইচ্ছেশক্তির জোরে বলিয়ান হয়ে তিনি হয়ে উঠলেন পৃথিবী বিখ্যাত একজন মানুষ। যাঁর ভাবনা চিন্তা এবং চেতনার উৎকর্ষতা অন্য সকলের চেয়ে পৃথক এবং মৌলিক। মার্ক টোয়েন হেলেন কেলারকে উনিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেছিলেন। তাঁর অষ্টআশি বছরের দীর্ঘ জীবন কত মানুষকে আলোর নিশানা দিয়েছেন। কতজন কে জীবনের কাঁটা বিছানো পথে চলতে শিখিয়েছেন। অনেকের কাছে তিনি নিজেই ছিলেন একটি দীপশিখা। যে শিখার গল্প শুনলেও দুর্বল থেকে অতি দুর্বলের মনে আশা জাগে। মন হতে শরীর- সর্ব অঙ্গে শক্তির সঞ্চার হয়। মেরুদন্ড কে সোজা করে চলার জন্য মনকে প্রস্তুত করে। কেঁচো হয়ে নয়- আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে বাঁচতে শেখায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা ব্রেইলের হরফে পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন হেলেন কেলার। তাঁর নীরব ভাবনার জগতে তোলপাড় হয়ে যায়। আলোর মতো, শব্দ ব্রহ্মের মতো রবীন্দ্রনাথ এলেন হেলেনের কপাট দেওয়া হৃদয়ের কুঠুরিতে। হেলেন নিজের ভাবনার সঙ্গে মিল খুঁজে পেলেন রবীন্দ্রভাবনার। প্রতীক্ষায় রইলেন সেই নিভৃত প্রাণের দেবতার সঙ্গে দেখা করার জন্য। তারপর সেই দিন এল। হেলেন সেই মূল্যবান দিনটির বর্ণনা লিখে রেখেছেন তাঁর লেখা ‘মিড স্ট্রিম মাই লেইটার লাইফ’ বইয়ের ‘ভ্যারিড কর্ডস’ অধ্যায়ে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় আলোচনা পড়ে হেলেন কেলার তাঁর প্রতি কৌতূহলী হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় এসেছেন বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে। বড়ো পৃথিবীর প্রাণের জোয়ার শান্তিনিকেতনের প্রাণধারার সঙ্গে মেলানোর জন্য। সাক্ষাতের দু-দিন আগে কমিউনিটি হলে ‘ দ্যা মিটিং অফ দি ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট”। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন। এই প্রবন্ধের কথাগুলিও হেলেনকে মুগ্ধ করে। হেলেন কেলার ‘গীতাঞ্জলি’ এবং ‘গার্ডেনার’ দুটি বই গভীরভাবে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই উৎসাহী ছিলেন হেলেন কেলারের সঙ্গে দেখা করার জন্য।
রবীন্দ্রনাথকে দেখে হেলেন কেলার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেন। গানে, কবিতায়, আলোচনায় আসর জমে উঠেছিল। সাল টা ছিল ১৯৩০। তখন নিউইয়র্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গিয়েছিলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাত হয় এই বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা ও শ্রমিক দরদী কর্মী হেলেন কেলারের। লেখিকা যেহেতু অন্ধ তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শের মাধ্যমে অনুধাবন করে বোঝার চেষ্টা করেন। সেই সাক্ষাতের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও খানিকটা আবেগতাড়িত হয়ে , ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী’ গানটি নিজে গেয়ে তাকে শুনিয়েছিলেন। যেহেতু হেলেন কেলার দেখতে বা শুনতে পারতেন না তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠোঁট স্পর্শ করে গানটি বোঝার চেষ্টা করেছিলেন ! যুগলবন্দীর এই অসাধারণ সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি সত্যিই অনন্য। বাক-শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হলেও হেলেন জীবনের কাছে কখনও হেরে যান নি।
অসম্ভব চেষ্টা , নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং ধৈর্য তাঁকে জীবনে চলার পথে বহু প্রশংসা ও সাফল্যের জয় মাল্য এনে দিয়েছে। তিনি জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত প্রতিটা ক্ষণ অন্তর দিয়ে, নিজের বুদ্ধিমত্তা এবং চেতনা দিয়ে স্বয়ং উপলব্ধি করেছেন। সব কিছু উপলব্ধি করেছেন অন্তর দিয়ে। দেখেছেন অনুভূতি আর মনো চক্ষু দিয়ে। তিনি মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরবর্তীতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। এই রকম প্রতিবন্ধীকতা নিয়ে পৃথিবীতে আর কেউ ডক্টরেট ড্রিগ্রি অর্জন করতে পেরেছেন বলে জানা যায়নি। তিনি নিজেকে দিয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকারের জন্য আজীবন লড়াই করেছেন।
তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখিকা। লেখার সাথে সাথে তিনি একজন রাজনৈতিক কর্মীও ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে আহতদের দেখতে সামরিক হাসপাতালে যেতেন এবং যেমন তাঁদের সান্ত্বনা দিতেন, তেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র তিনিই আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত থাকার বিষয়ে আপত্তি করেন।
আসলে তিনি প্রকৃত পক্ষে যুদ্ধবিরোধী এবং মানবতাবাদী একজন মানুষ ছিলেন। জীবনের মূল্য বলতে মানবতাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান সোপান। তাঁর সমস্ত লেখালেখি এবং কর্মের মধ্যে তিনি সেই ছাপ রেখে গেছেন, যা কিনা সারা পৃথিবীর কাছে উদাহরণ এবং মানব জাতির কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি প্রতিবন্ধকতা নিয়েও ১২ টা বই লিখেছেন এবং তাঁর লেখা গল্প সিনেমা হলে তাতেও তিনি নিজে অভিনয় করেও খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পূর্বেই ১৯০২ সালে তাঁর জীবনের সেরা বই “ দ্যা স্টোরি অফ মাই লাইফ “ লিখেছেন এবং ১৯০৩ সালে প্রকাশ করেন আরেকটি উল্লেখযোগ্য বই ‘ অপটিমিজম’। তিনি শুধু একজন লেখিকাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সমাজকর্মী। তাঁর মন দরিদ্র মানুষদের প্রতি সব সময় সহানুভূতিশীল ছিল। জীবনে চলার সময়ের ভার কখনই তাঁর নীতিবোধ এবং মূল্যবোধ কে ছাপিয়ে যেতে পারে নি। তিনি চলার পথে অথৈই সমুদ্র থেকে নিজে যেমন সাঁতরে মুক্তির দ্বীপে উঠেছেন , তেমনি অপরকেও ঐ রূপ দূরন্ত সমুদ্র থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবার জন্য আত্ম নিয়োগ করেছেন। হেলেন সব সময় মানুষের উপার্জন কে সমান মর্যাদায় দেখতে চাইতেন। তাই তো তিনি সারা পৃথিবীতে আজও অনন্য। এমন একজন অসামান্য লেখিকার সাথে রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের সাক্ষাৎকারের ঘটনা কখনই সামান্য হতে পারে না। তাই তো সাক্ষাৎকারটিকে অসাধারণ মুহূর্ত বলেই অনেকের মনে হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবেদন: একটি ঐতিহাসিক চিঠি

পাশারুল আলম

২৯শে নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সম্বোধন করে প্রাক্তন বেসামরিক কর্মচারী, কূটনীতিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণ মিলিত ভাবে একটি চিঠি প্রেরণ করেছেন। এটি ভারতের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়। এই চিঠি ভারতের সামাজিক কাঠামোর গভীরতম সমস্যাগুলো তুলে ধরে, বিশেষত হিন্দু, মুসলিম এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির দিকে ইঙ্গিত করে। লেখকরা উল্লেখ করেছেন, যদিও ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার উদাহরণ প্রচুর রয়েছে (যেমন দেশভাগ বা পরবর্তী দাঙ্গাগুলি), সাম্প্রতিক দশকগুলোতে এই সমস্যাগুলি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এই চিঠিতে চারটি প্রধান দিক তুলে ধরা হয়েছে, যা সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে চিহ্নিত করে। লেখকরা উল্লেখ করেছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত মুসলিম ও খ্রিস্টানরা, ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বাস করছে। সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং শত্রুতা তাদের জীবনযাত্রাকে আরও কঠিন করে তুলছে।

চিঠিতে এও বলা হয়েছে যে, কিছু রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন পক্ষপাতমূলক ভূমিকা পালন করছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো সংখ্যালঘুদের বাড়ি ও ব্যবসা লক্ষ্যবস্তু করে সম্পত্তি বুলডোজ করা এবং বৈষম্যমূলক নীতির প্রয়োগ। শুধু তাই নয়, চিঠিটি লিঞ্চিং ও ঘৃণাসূচক বক্তব্যের ঘটনা বর্ণনা করেছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ইসলামফোবিক বক্তব্যের তীব্রতা ক্রমবর্ধমান, যা অপরাধীদের উৎসাহিত করেছে। এছাড়া সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতার পাশাপাশি, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রান্তিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মুসলিম ব্যবসা বর্জন, আবাসনের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং স্থাপনা ধ্বংসের মতো পদক্ষেপের মাধ্যমে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। লেখকরা চিঠিতে ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সমস্যাগুলোকে তুলে ধরেছেন। দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি এখনও জীবন্ত। তবে তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি একটি নতুন স্তরে পৌঁছেছে, যেখানে নির্দিষ্ট কিছু প্রশাসনের ভূমিকা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করছে। এই চিঠির তাৎপর্য হল, লেখকরা সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। প্রাক্তন আইএএস এবং আইএফএস কর্মকর্তা, রাষ্ট্রদূত, সামরিক কর্মকর্তা এবং সমাজসেবীদের সমন্বয়ে এই গোষ্ঠী জাতির সেবা করেছেন। তাদের একত্রিত কণ্ঠস্বর বিষয়টিকে গুরুত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করে। এদের মধ্যে আছেন- এন,সি. সাক্সেনা; আইএএস (অব.): প্রাক্তন সচিব, ভারতের পরিকল্পনা কমিশন; নজীব জং, আইএএস (অব.) প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর, দিল্লি; শিব মুখার্জি, IFS (অব.) যুক্তরাজ্যে ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার; অমিতাভ পান্ডে, IAS (অব.): প্রাক্তন সচিব, আন্তঃরাষ্ট্রীয় পরিষদ, GOI; এস , ওয়াই,কুরাইশি: আইএএস (অব.): ভারতের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার; নভরেখা শর্মা, IFS (অব.): ইন্দোনেশিয়ায় ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত; মধু ভাদুড়ী, IFS (অব.): পর্তুগালে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত; লেফটেন্যান্ট জেনারেল জমিরউদ্দিন শাহ (অব.): সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ভাইস চিপ; রবি বীর গুপ্ত, IAS (অব.): প্রাক্তন Dy. গভর্নর, রিজার্ভ; রাজু শর্মা, আইএএস (অব.) প্রাক্তন সদস্য, রাজস্ব বোর্ড, উত্তর প্রদেশ; সাইদ শেরভানি, উদ্যোক্তা/ পরোপকারী; অভয় শুক্লা, আইএএস (অব.) প্রাক্তন অ্যাড. প্রধান সচিব, হিমাচল প্রদেশ; শহীদ সিদ্দিকী, প্রাক্তন সম্পাদক, নয়া দুনিয়া; সুবোধ লাল, আইপিওএস (পদত্যাগ): প্রাক্তন ডি. মহাপরিচালক, যোগাযোগ মন্ত্রক, জিওআই; সুরেশ কে. গোয়েল: IFS (অব.): প্রাক্তন ডিজি, ICCR; অদিতি মেহতা, আইএএস (অব.): প্রাক্তন অ্যাড. মুখ্য সচিব, রাজস্থান; অশোক শর্মা, IFS (অব.): ফিনল্যান্ড ও এস্তোনিয়ায় প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত। তাঁরা চিঠিটি প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি সম্বোধন করে বর্তমান সমস্যাগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরে এবং তাঁর নেতৃত্বে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানায়। তাঁরা আবেদন করেছেন, সদ্য একের পর এক ঘটনা বিশেষ করে জ্ঞানব্যাপী, সম্ভল ও আজমীর শরীফ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। লেখকরা সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সুরক্ষা প্রদানের দাবী করেছেন। তৎসঙ্গে একটি জয়েন্ট কমিটি গঠনের আবেদন যেমন করেছেন, তেমনি স্বাক্ষরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নিকট সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছেন। এই চিঠি কেবল একটি অভিযোগ নয়; এটি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিগুলোর পুনর্গঠনের আহ্বান। এটি আত্মপর্যালোচনা ও ন্যায়বিচারের দাবী করে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থা ও সংহতির বার্তা দেয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবেদন জানিয়ে এই চিঠি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি দলিল। এটি দেশের নেতৃত্বকে সংবিধানসম্মত মূল্যবোধ রক্ষা ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এমন একটি উদ্যোগ ভারতীয় সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

অন্তরালে অমাবশ্যা

আহমদ রাজু

ধারাবাহিক গল্প

'কিন্তু...'
'কোন কিন্তু নয়; আপনি আর না করবেন না।'
সমুর মনটা কিঞ্চিৎ নড়ে ওঠে লোকটার কথায়। এমননিতে গতকাল যা ঘটেছে আর তা যদি মর্মান্তিক হয় তাহলে সারাজীবন সে কষ্টকে বয়ে বেড়াতে হবে। বলল, 'কোথায় যাবেন আপনারা? আমি কিন্তু খুলনা মুখো যাবো।'
জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি বলল, 'রুট তো ঠিকই আছে। লাশটা যাবে সাতমাইল বাজারে।'
কথাটা শুনে বিস্ময়ে নড়েচড়ে বসে সমু। বলল, 'সাতমাইল বাজারে! কে বলুন তো?'
'তা ঠিক জানিনে। তবে তার বাড়ির লোকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা বাজারে এসে অলরেডি বসে আছে হয়তো।'
'লোকটার বয়স কত হবে?'
'ত্রিশ-বত্রিশ-এর আশেপাশে হতে পারে।'
'আপনাদের কি আত্মীয়?'
'ঠিক তা নয়। গতকাল রাস্তায় যত্রতত্র ঘুরছিল। সন্ধ্যার পরে হঠাৎ পেছন থেকে একটা সবজি বোঝাই পিকআপ ধাক্কা দিয়ে চলে যায় ঢাকার দিকে। আমরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নেওয়ার আগেই ইহলোকের মায়া ছিন্ন করে চলে যায় সে।'
সমুর চোখে আতঙ্কের ছাপ প্রবল আকার ধারণ করে। সে আতঙ্ককে লুকিয়ে রেখে বলল, 'আমি তো ওখানকার অনেককে চিনি। চলুনতো দেখি লোকটিকে চিনতে পারি কী না।' সমু গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বের হতে যাবে এমন সময় লোকটি বলল, 'লোকটি কী বলছেন, উনি তো মহিলা। আসুন আপনাকে দেখাই।'
বিশাসটা দৃঢ় হবার পর সম্মুখ ব্যথায় হৃদয় বন্দরের সুপ্ত মনটা মোচড় দিয়ে ওঠে। তার জন্যেই মহিলাটি আজ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়েছে ভেবে অন্তর্দহনে জ্বলতে থাকে বিরামহীন। হঠাৎ মাথার ভেতরে চক্কর দিয়ে ওঠায় সে আস্তে আস্তে সিটে যেয়ে বসে। এলাকার অনেক পুরুষের সাথে চেনা জানা থাকলেও মহিলাদের তেমন কাউকেই চেনে না। একজন হত্যাকারী কীভাবে লাশের মুখোমুখি হবে? তবে কে হতে পারে এ ভাবনা তাকে ক্ষণে ক্ষণে পীড়া দেয়।
লোকগুলো সম্মতি পেয়ে লাশ গাড়িতে তুলে সামনে এসে পাচ'শ টাকার চারটা নোট সমুর হাতে দিয়ে বলল, 'এটা রাখুন; আশাকরি কম হবে না।' সমু ভাড়ার টাকা না নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মনে মনে। পরক্ষণে ভাবে, যদি টাকা না নিই তাহলে এরা সন্দেহ করতে পারে। তবে এত টাকা আশা করেনি সে। ভেবেছিল এক-দেড় হাজার টাকা দিতে পারে। কিন্তু টাকা আগে কেন? সবাইতো গন্তব্যে যেয়ে ভাড়া পরিশোধ করে। এদের আগে দেবার কারণ কী? সে বুঝতে না পেরে বলল, 'আগে ভাড়া দিচ্ছেন কেন? আগে তো যাই সেখানে।'
বয়স্ক লোকটি বলল, 'আমরা তো যাচ্ছি না। আপনি রওনা দেন। আর হ্যাঁ, লোকেশন তো বলা হলো। সাতমাইল বাজারে।'
'আপনারা কেউই যাবেন না, তাই হয় নাকি!'
'আমরা যেয়ে কী করবো? ওখানকার কেউ আমাদের চিনবে না।'
হঠাৎ ভয় এবং আতঙ্কে ঠোঁট-মুখ শুকিয়ে আসে সমুর। বলল, 'আমাকে আপনারা ক্ষমা করেন। কেউ আমার সাথে না থাকলে আমি লাশ নিতে পারবো না।'
'আমাদের থাকা না থাকা এখানে আসছে কেন?'
'আমার পক্ষে একা একটা লাশ নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বুঝতেই তো পারছেন।'
'অসম্ভব বলে কিছু নেই। আপনি পুরুষ মানুষ। এসব ফালতু ভয় আপনাকে ছোঁবে কেন? এমনতো নয়, লাশ মাঝ পথে আপনার সাথে বলে গল্প করছে! লাশ তো লাশই হয়।' হো হো করে হেসে ওঠে লোকটি।
সমু নিচের দিকে চোখ নামিয়ে মিনিট খানেক কী যেন ভাবলো। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা যখন বলছেন তখনতো আর না করা যায় না। এখন ভালোয় ভালোয় দুঃখ ভারাক্রান্ত মানুষগুলোর কাছে তাদের প্রিয়জনের লাশ হস্তান্তর করলেই শান্তি আমার।' সে কথা শেষ করে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে গন্তব্যের দিকে রওনা দেয়।
কিছুক্ষণ আগে রাস্তা গাড়ি শূন্য থাকলেও এখন আবারো সরব হয়ে উঠেছে। ছোট বড় গাড়ির উৎফুল্ল লাইটগুলো রাতের আঁধারকে হারিয়ে দেয় বিদগ্ধ নাব্যতায়। সমু গাড়ি চালায় আর বার বার হাত ঘড়িটার দিকে তাকায়। এখনো অনেক বাকি। যদি কোথাও জ্যাম না থাকে তাহলে ছয় থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে। তার ওপর ফেরির ঝামেলা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেখানে তো হাজার গাড়ির সিরিয়াল উপেক্ষা করার অবকাশ নেই। দু'দিন আগে সংবাদপত্রে দিয়েছিল, দৌলদিয়া ফেরিঘাটের জ্যামে পড়ে একজন মহিলা এ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে বাচ্চা প্রসব করেছে। শুধু কী তাই, এইতো সেদিন ফেরির বিড়ম্বনায় পড়ে একজন মুমূর্ষ রুগী চিকিৎসা ছাড়াই ফেরিতে ওঠার আগেই মারা যায়। এসব কথা সমুর কেন যেন বারবার মনে পড়ছে। সময় যতই পার হয় ততই শরীর তার ভারী হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়, এই বুঝি মহিলাটি উঠে এসে তার পাশের সিটে বসেছে! সে ভয়ে আশপাশে চোখ ফেরাতে পারে না। না জানি চোখের সামনে কী ভেসে ওঠে! সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত চোখে লুকিং গ্লাসের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করে। না স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না। তবে আবছা কালো কী যেন দেখা যায়। সমুর শরীর কেঁপে ওঠে মুহূর্তে। ব্রেকে চাপ পড়তেই গাড়িটা প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। টায়ার পোড়ার বিকট গন্ধ নাকে আসে তার। সে কোন রকম নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে স্টিয়ারিং ধরে রাখে। হঠাৎ বাম হাতের ওপর কেউ যেন হাত রাখায় নিজের অজান্তে ঠক ঠক করে কাঁপুনি শুরু হয়। এই বুঝি সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে! আর হয়তো বাড়ি পর্যন্ত ফেরা সম্ভব হলো না! গাড়ি আর তার নিয়ন্ত্রণে নেই। কী কুক্ষণে যে সবজি নিয়ে ঢাকায় এসেছিলাম! সে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করতে থাকে। এভাবে কত সময় যে গাড়ি চালিয়েছিল তা বুঝতে পারে না। দূর থেকে আসা একটা ট্রাকের ক্ষিপ্র আলো চোখে এসে লাগে।
সে আলোর লুকোচুরিতে আড় চোখে নিজের হাতের দিকে তাকাতেই ভুল ভাঙে- এ যে একটা রাবারের টুকরো! প্রচণ্ড ঝাঁকিতে কোথাও থেকে এসে তার হাতে পড়েছিল। নিজেকে অনেক বেশি বোকা মনে হয়। সে এবার গাড়ির গতি কমিয়ে প্যাকেট থেকে একটা নেভি সিগারেট বের করে দুই ঠোঁটের মাঝে রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। ধোঁয়ার কুণ্ডুলী গ্রাস করে কেবিনের পুরোটাই। গতি বাড়িয়ে আবারো সিগারেটে টান দেয় পরম মমতায়।
চলবে...

হ্যাপি বার্থডে

শংকর সাহা

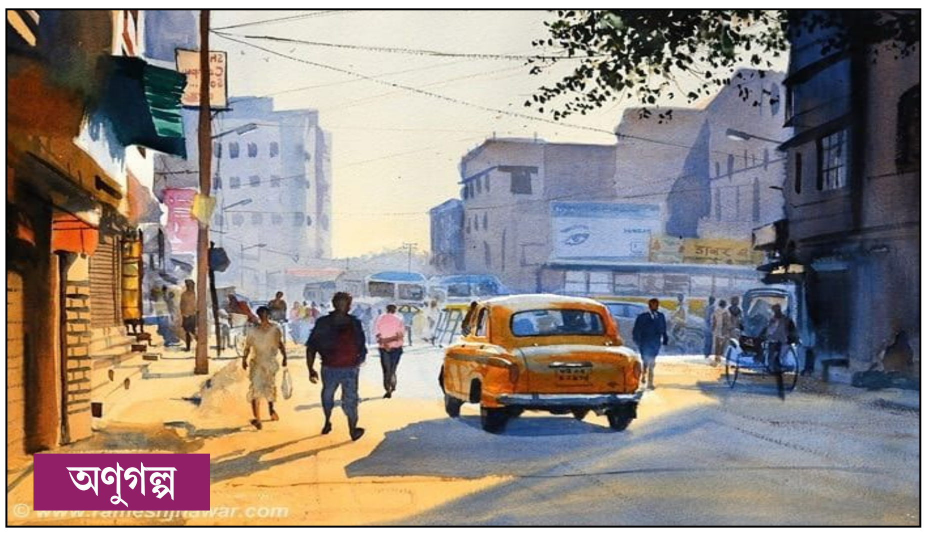

অণুগল্প

নিখিলেশ প্রায় সাত বছর ধরে চৌধুরী বাড়ির গাড়ি চালায়। চৌধুরী বাড়ির বড় ছেলে অম্লানবাবুকে অফিসে নিয়ে যাওয়া থেকে বাড়ির সকলের ভরসার জায়গা করে নিয়েছে সে আজ। সেবার অম্লানবাবুর ছেলে টুবাই এর ভীষণ শরীর খারাপ হলে যখন কোথাও রক্তের খোঁজ মেলেনা তখন নিখিলেশ গ্রাম থেকে একজনকে নিয়ে আসে অনেক খোঁজ করে। সেবার নিখিলেশের জন্যেই সুস্থ হয়ে উঠে টুবাই।
চৌধুরী বাড়ির সবাই নিখিলেশ বলতে পাগল। এই যুগে এমন দায়িত্বশীল মানুষ পাওয়াটি সত্যিই ভীষণ ভাগ্যের ব্যাপার! শহর শিলিগুড়ির ছোট্ট একটি পাড়ায় থাকে নিখিলেশ। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। সেই সকাল ন'টায় বের হয়ে রাতে বাড়িতে ফেরে সে।
সেদিন ছিল শুক্রবার। বিকেলে হঠাই অম্লানবাবুর ফোন,' নিখিলেশ আমার একটি মিটিং আছে কনফারেন্স রুমে। অফিস হয়ে মিটিং এ যেতে হবে। হয়তো ফিরতে দেরি হবে।'
'ঠিক আছে দাদাবাবু। আমি সময় মতো পৌঁছে যাবো।'
ফোনটি কেটে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে যায় সে। পার্কিং থেকে গাড়ি বের করে অম্লান বাবুর অফিসের দিকে রওনা দেয় সে। দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। ওপরে মিটিং তখনও চলছে। নীচে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিখিলেশ। দেখতে দেখতে রাত প্রায় আটটা বেজে যায়। অম্লানবাবু নেমে আসেন। 'চলো এবার। কিছু খেয়েছো নিখিলেশ? '
'ঠিক আছে দাদাবাবু। '
গাড়ি সোজা রওনা দেয় বাইপাস ধরে। নিখিলেশ বার বার ঘড়ির দিকে তাকায়। মুখটিও বেশ শুকনো তার। অম্লানবাবু বুঝতে পারেন নিখিলেশ কিছু একটি বিষয়ে ভাবছেন।
'নিখিলেশ ঠিক আছো তো?'
'হ্যাঁ দাদাবাবু '
হঠাই নিখিলেশের পকেটে রাখা ফোনটি বেজে ওঠে। ফোনের ওপার থেকে মেয়ের ফোন, 'বাবা, কখন আসবে তুমি? কতো দেরি হবে।'
'আসছি মা, এইতো আর একটু...'
বলে ফোনটি রেখে দেয়।
অম্লানবাবু নিখিলেশের দিকে চেয়ে বলেন, 'বাড়ির ফোন বুঝি। আজ আমার মিটিং এর জন্যে অনেকটা দেরি হয়ে গেলো তাইনা নিখিলেশ?'
'ঠিক আছে দাদাবাবু। আসলে আজ আমার মেয়ের জন্মদিন তো। আমি না গেলে ও কেক কাটবে না। বড্ড অভিমানী মেয়ে আমার।'
'সরি নিখিলেশ। আগে জানলে আমি তোমায় আসতে বারণই করতাম। না হয় আমি ট্যাক্সি নিয়ে ফিরতাম।ইস! আজ তোমার মেয়ের জন্মদিন আর তুমি আমার জন্যে...! '
'দাদাবাবু এটি আমার দায়িত্ব! আমি কি করে না করি বলুনতো' গাড়ি চৌধুরী বাড়ির সামনে এসে পৌঁছোয়। গাড়ি থেকে নেমে অম্লানবাবু নিখিলেশকে ডাকেন, 'এই পাঁচ হাজার টাকাটি রাখো। মেয়ের জন্যে কিছু উপহার কিনে নিয়ে যেও। ওকে আমরা সবাই প্রাণভরে আর্শীবাদ করছি। ও খুব ভালো থাকুক..! একদিন মেয়েকে নিয়ে এসো বাড়িতে।'
'নিখিলেশের দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসে। সেই গ্রাম ছেড়ে যেদিন একটি কাজের আশায় এই শহরে পাড়ি দিয়েছিল সেদিন প্রথম এই বাড়ির মানুষেরাই তার পাশে ছিলো।'
নিখিলেশের কাঁধে হাত দিয়ে অম্লানবাবু বলেন, 'আজ কাঁদতে নেই। আজ যে তোমার মেয়ের বার্থডে । আমরা আছি তোমার সাথে সবসময় নিখিলেশ। আর দেরি করোনা। এবার বাড়ি যাও। মেয়ে অপেক্ষায় আছে...!'
নিখিলেশ গাড়ি ঘুরিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়। হেমন্তের হিমেল হাওয়া যেন বইছে বাইরে। কুয়াশায় গাড়ির কাঁচ ঝাপসা হয়ে আসছে।
পকেটে আবারও ফোনটি বেজে ওঠে, 'বাবা কখন আসবে তুমি?..'!

আমি

নজিমুদ্দিন (নজর আলি)

আমি মর্ত্য-আকাশ,- পাতাল আমি,
আমিই রুদ্রবাণী।
আমি হেরিবারে চাই-উঁচু শিরখানি,লহু নহে মোর পানি।
আমি ধরণীর বুকে রকমারি ফুল,বিজয়ের টীকা-চন্দন।
আমি ধরণীর বুকে মুক্ত বায়ু,
সাগরের স্পন্দন।
যাক ধুয়ে-মুছে ধরণীর কালি,
একটাই কথা জানি।
আমি হেরিবারে চাই উঁচু শিরখানি,
লহু নহে মোর পানি।
'আমি নইরে ভেলা, গোধূলী বেলা,দেবদাস, দেবব্রত'।
পথচলা তুই আমায় শেখাবি?
স্পর্ধারে তোর এতোই?
আমার রাজ্যে করে শুধু রাজ-
আমার ই সুলতানি।
আমি হেরিবারে চাই উঁচু শিরখানি,লহু নহে মোর পানি।
আমি ভাবনার ক্রোড়ে দিগন্তহীন,হিমালয়ের ওই শৃঙ্গ।
আমি নিত্য যাত্রীর গীত-সংগীত ঝরনার উমঙ্গ।
আমি পক্ষীকূলের রক্ষী, আমি-অধমের পেরেশানি।
আমি হেরিবারে চাই উঁচু শিরখানি,
লহু নহে মোর পানি।
গড়লি প্রাসাদ, কিনেছিস ন্যানো,কাঁপিতেছি আমি যেন?
আমায় দেখে তোরা পাবি ভয়,আমি ভয় পাবো কেন?
চুষি নাই খুন,কারো নিশিঘুম-
লহি নাই কভু ছিনি।
আমি হেরিবারে চাই উঁচু শিরখানি,
লহু নহে মোর পানি।

ভাবনা

মহঃ রাইহান

যদি ভালোবাসা রাস্তায় হেঁটে হেঁটে পাওয়া যেত,
তবে সংগ্রাম বলে কিছু থাকতো না।
হোঁচট খেলে শিক্ষা পেত, অভিমান বলে কিছু থাকতো না।
অন্তিম সময়ের কষ্টটার কথাটা যদি কেউ না জানতো,
জনতার মাঝে একা প্রতিবাদ সে আনতো।
যদি মানুষের মনের ভাবনা বোঝা যেত,
প্রকাশ পেত পত্রিকায়,নানান পুস্তকে।
খবরের কাগজে হেডিং হত, শেষ হত হস্তলেখায়,কালি-কলম দিয়ে।
কোনো কারণ ছাড়াই যদি নিজেদের মধ্যে গালিগালাজ চলতো,
তাহলে সুসম্পর্কের লুকানো হাসি চিরতরে লুকিয়েই থাকতো।
আজ এখনও অজানা আমি মন খুলে বলতে পারি,
ভাবছি যদি সত্যিই দেয় সে হানা আমি এখনো তার অপেক্ষা করি।

ছড়া-ছড়ি

সুস্থ

শেখ সিরাজ

সুস্থ থাকার সহজ উপায়
নিয়ম মেনে থাকা
নিয়মমত আহার শ্রমেই
শরীর ভালো রাখা।
সুস্থ দেহে শরীর মনে
শান্তি বজায় থাকে,
কাজের মাঝেও মনকে যেন
সতেজ করে রাখে।
বয়স যত বাড়তে থাকে
নানা রোগের ভয়
সুস্থ দেহেই রোগব্যাধিকে
করতে পারে জয়।
খাবার পাতে তেল মশলা
নানা রোগের কারণ
ইচ্ছে মতো বাসি খাবার
বেশি খাওয়াও বারণ।
নিয়মমত আহার ওষুধ
ব্যায়াম যদি থাকে
রোগ-ব্যাধিকে সরিয়ে দূরে
শরীর ভালো থাকে।

কলকাতা

অভিজ্ঞান দাস

কলকাতা, তুমি স্বপ্ন ভেঙে দিতে জানো
আবার জুড়ে দিতে পারো জীর্ণ মন
তুমি বাঁচাতে শেখাও
নতুন স্বপ্ন দেখাও সারাক্ষন।
তুমি যেমন অর্থশালীর বিলাসের,
তেমন অসহায়ের কান্নার।
কেউ রাজপ্রাসাদে সুখে থাকে
আবার কেউ ক্ষুধাতের হাত পেটে রাখে
তুমি ব্যস্ত ভীষণ
চারিদিকের কোলাহলে-
দিবারাত্রির ব্যবধানে
অপরাধির খেলা চলে।
তোমার হৃদয় বস্তু পাষাণ
কেড়ে নাও কত প্রাণ,
তুমি জানাও আবার
বেঁচে থাকার আহ্বান।
তুমি দুই শ্রেনির অর্থশালী আর দরিদ্রের
সত্য-মিথ্যার দিনবদলে
কেউ বা হারায় প্রাণ।
তুমি জটিল ভীষণ, বেঁচে থাকা দায়,
তোমাকে আঁকড়ে ধরে
তবুও বাঁচতে চাই।

অবহেলার পাতাগুলো

জাসমিনা খাতুন

সব কিছু মাপ মতো, ঠিকঠাক সাজানো বাক্সে—
তবুও শ্বাসনালী ভরে ওঠে একরাশ কষ্টে।
জীবনের পাঠগুলো ধুলো-মাখা পাতার মতো,
পুরনো বইয়ের সঙ্গেই লুকিয়ে আছে কত।
বইয়ের মলাটে বৃষ্টির দাগের কাহিনী,
পোকায় কাটা শব্দের আর নেই কোনো বাণী।

আধুনিক বাঁধাই হয়নি তাদের জন্য তবে,
স্যাঁতসেঁতে কোণে পড়ে, সময় যেথায় রবে।
মলাট খসে পড়ে, চায়ের কাপে বিস্কুটের গুঁড়ো,
পাতার বুকে স্মৃতি যেন খড়কুটোর রূঢ়ো।
সানন্দে বর্ণ মুছে যায়, অর্থ নেই কালিতে,
যত্ন সিন্দুকে শুধুই মাপা মূল্য নিদিতে।

এ আঘাত নয়, ঘৃণা নয়, বিষাদ শুধু মনে,
অবহেলার ঘ্রাণ তবু ঘোরে অন্তরপ্রাণে।
জীবনের বইগুলো কি ফুরিয়ে যাবে তবে?
নাকি ধুলো ঝেড়ে উঠে নতুন পঙক্তি রবে?
অপেক্ষায় পাতাগুলো, অন্তত একটিবার—
কারো স্পর্শে জীবন ফিরে পাক অক্ষরে অবার।

দাম্ভিক-নিন্দুক

মোহাঃ আনিসুর রহমান

যে কোনো সৃজনশীল কাজের
সম্যক বিচার বিশ্লেষণ কারী
সমালোচকের কদর করে সর্বজনে,
এমন মানুষ ও কিন্তু আছে কতিপয়
সৃজনশীল কাজের মূল্যায়ন না করে
বিশেষ জ্ঞানী ভাব নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ব্যস্ত
সম্যক বিচারের তোয়াক্কাই তুড়ি মেরে
শুধু অন্যের ত্রুটি খুঁজে অকারণে।
নিজেরটাই ঠিক ভাবে হয়ে একগুঁয়ে
মানে না জেনেই আসর গরম করে
ভাবটা এমন যেন- 'কি দেওয়াই না দিলে'
ভীষণ ই হামবড়া ভাব
আসলে ও দাম্ভিক নিন্দুক
কি বলে আর কি যে বোঝে?
তা বুঝি-নিজে ও না জানে
অন্যের সবটাই মেকি, সবটাই মাটি -
ভাবটি তার এমন যেন
নিজে একটা জ্ঞানে ভরা সিন্দুক
তার সবটাই আসল- সবটাই খাঁটি!

ইয়ামালও বাঁচাতে পারলেন না বার্সাকে, এবার হার ঘরের মাঠে

আপনজন ডেস্ক: বার্সেলোনা ১: ২ লাস পালমাস
মৌসুমটা দারুণভাবেই শুরু করেছিল বার্সেলোনা। একের পর এক জয় নতুন করে রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও দেখিয়েছিল তাদের। বার্সার এই উত্থানে সামনে থেকে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন লামিনে ইয়ামাল। কিন্তু এ মাসের শুরুতে ইয়ামাল চোটে পড়ে ছিটকে গেলে পথ হারায় বার্সা। এই উইঙ্গারকে ছাড়া লিগে দুই ম্যাচ খেলে পায়নি কোনো জয়ের দেখা। একটি হারলেও ড্র করেছে অন্য ম্যাচে। আজ ঘরের মাঠ স্তাদিও অলিম্পিক লুইস স্টেডিয়ামে লাস পালমাসের বিপক্ষে ফিরেছিলেন ইয়ামাল। কিন্তু দলের অন্যতম সেরা তারকার ফেরাও বার্সাকে হার থেকে বাঁচাতে পারেনি। ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলা লাস পালমাসের কাছে বার্সা হেরেছে ২–১ গোলে। এর ফলে ঘরের মাঠে টানা ১১ জয়ের পর হারের মুখ দেখল বার্সা। বার্সার এই হারে হাসি চওড়া হবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের। এল ক্লাসিকোর পর ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়া দলটি এখন শিরোপা লড়াইয়ে ফিরেছে দারুণভাবে। ১৫ ম্যাচে শীর্ষে থাকা বার্সার পয়েন্ট ৩৪। দুই ম্যাচ কম খেলে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে রিয়াল আছে ২ নম্বরে। অর্থাৎ হাতে থাকা বাড়তি দুই ম্যাচে জিতলে বার্সাকে ছাড়িয়ে শীর্ষে উঠে আসার সুযোগ থাকবে রিয়ালের। আজ ম্যাচের ৫ম মিনিটেই দারুণ সুযোগ এসেছিল বার্সার সামনে। তবে অল্পের জন্য গোলবঞ্চিত হন ফেরমিন লোপেজ। ১১ মিনিটে দারুণ সুযোগ হাতছাড়া করে লাস পালমাস। বক্সের ভেতর একাধিক চেষ্টার পরও গোল করতে পারেনি তারা। আক্রমণ ও বল দখলে বার্সা দাপট দেখালেও লাস পালমাসও একেবারে পিছিয়ে ছিল না। প্রতি-আক্রমণে বারবার বার্সা রক্ষণকে চাপে ফেলেছে তারা। পাশাপাশি রক্ষণেও বেশ দৃঢ়তা দেখিয়েছে তারা। বিশেষ করে বক্সের ভেতর আঁটসাঁট রক্ষণদেয়াল তৈরি করে বার্সার শট নেওয়ার সুযোগ সংকুচিত করে দেয় তারা। প্রথমার্ধের শেষ দিকে রাফিনিয়া বল জাল জড়ালেও অফসাইডের কারণে বাতিল হয় সেই গোল। যোগ করা সময়ে আবারও সেই রাফিনিয়া অল্পের জন্য গোলবঞ্চিত হন। গাভির দারুণ এক পাসে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের শট বারে লাগায় গোল পাওয়া হয়নি বার্সার। গোলের জন্য মরিয়া হান্সি ফ্লিক বিরতির পরপরই বদলি হিসেবে মাঠে নামান ইয়ামালকে। কিন্তু বার্সাকে চমকে দিয়ে ম্যাচে ৪৯ মিনিটে উল্টো এগিয়ে যায় পালমাস। প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পেয়েছে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন বার্সারই সাবেক খেলোয়াড় সান্দ্রো রামিরেজ। গোল খেয়ে ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে বার্সেলোনা। একের পর এক আক্রমণে লাস পালমাসের রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে তারা। ম্যাচের ৫৮ মিনিটে অল্পের জন্য গোল পাননি ইয়ামাল। তবে ৬১ মিনিটে ভুল করেননি রাফিনিয়া। দারুণ ছন্দে থাকা এই ব্রাজিলিয়ান অসাধারণ এক শটে গোল করে ম্যাচে ফেরান দলকে। যদিও এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি বার্সা। হ্যাভিয়ের মুনোজের অসাধারণ এক পাসে বল পেয়ে দারুণভাবে বার্সার বক্সে ঢুকে লক্ষ্যভেদ করেন ফাবিও সিলভা। দ্বিতীয়বারের মতো পিছিয়ে পড়ে গোলের জন্য রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়ে বার্সা। পরপর কয়েকবার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল তারা। কিন্তু লাস পালমাসের রক্ষণদেয়াল ভাঙতে পারেনি তারা। এ জন্য অবশ্য বিশেষ কৃতিত্ব দিতে হবে পালমাসের গোলরক্ষক জেসপার সিলেসনকে। দারুণ কিছু সেভ করেছেন তিনি। ম্যাচ যতই সামনে এগোচ্ছিল, বার্সার আক্রমণের ঝড় ততই বাড়ছিল। কিন্তু গোল করার আসল কাজটিই করতে পারছিল না তারা। ৮২ মিনিটে আবারও সেই সিলেসনের বীরত্ব। এবার ফ্রি-কিক থেকে রাফিনিয়ার শট অবিশ্বাস্য দক্ষতায় পালমাসকে রক্ষা করেন সাবেক এই বার্সা গোলরক্ষক। শেষ দিকে বার্সা আক্রমণের পর আক্রমণে কাঁপিয়ে দেয় পালমাসের রক্ষণকে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটি আর মেলেনি। শেষ পর্যন্ত হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে দলটিকে।

বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোচনীয় পরাজয় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে

আপনজন ডেস্ক: বলা যেতে পারে, একেবারে শোচনীয় হার। বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে পরাজিত হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে বাবুন ব্যানার্জি।
সভাপতি পদের লড়াইতে তিনি হারলেন ভারোত্তোলন সংস্থার কর্তা চন্দন রায়চৌধুরীর কাছে। বাংলার অলিম্পিক সংস্থার নির্বাচনে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় হারলেন ৪৫-২০ ভোটের ব্যবধানে। এক্ষেত্রে অবশ্য অ্যাসোসিয়েশনের দুই সদস্য ভোট দেননি।
শুক্রবার, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে বঙ্গ অলিম্পিক সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। চার বছর আগে সেই নির্বাচনকে ঘিরে যথেষ্টই উন্মাদনা তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে সভাপতি পদের লড়াইকে কেন্দ্র করে লড়াই যে বেশ জমবে, তা আগে থেকেই বোঝা গেছিল। আর সেই পদে দাদা এবং ভাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষ্য দেখেছিল গোটা ময়দান।
দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই নির্বাচনে হারিয়ে বিওএ সভাপতি হয়েছিলেন ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবারের নির্বাচনে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলেও সভাপতির পদ নিয়ে লড়াইটা একইভাবে পরিলক্ষিত হল। তবে এবার যেহেতু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন না, সেক্ষেত্রে স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয় সহজ হবে বলেই মনে করেছিলেন অনেকে। কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হল না।
কারণ, তাঁর বিপরীতে লড়াইতে ছিলেন ভারোত্তোলন সংস্থার কর্তা চন্দন রায়চৌধুরী। তিনিই শেষপর্যন্ত, হারিয়ে দিলেন স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুক্রবার, ভোটগণনার পর দেখা গেল বাবুনবাবু মাত্র ২০টি ভোট পেয়েছেন।
সেখানে চন্দনবাবু পেয়েছেন মোট ৪৫টি ভোট। অর্থাৎ, একপেশেভাবেই পরাজিত হয়েছেন বাবুন। আর এই হারের ফলে ক্রীড়া প্রশাসন থেকে আরও দূরত্ব বাড়ল বাবুনের। নিঃসন্দেহে একটি বড় ধাক্কা। এর আগে হকি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদও খুইয়েছেন তিনি। এবার অলিম্পিক সংস্থার শীর্ষপদও হারাতে হল বাবুনকে।

আইপিএল: মাঠে ব্যাটসম্যানদের দাপট, নিলামে বোলারদের

আপনজন ডেস্ক: ব্যাটসম্যানদের খেলা–আইপিএলের পিঠে এ তকমাই লেগে গেছে। পরিসংখ্যান দেখলেও এটাকেই মনে হবে স্বাভাবিক। সর্বশেষ আইপিএলে ওভারপ্রতি ইতিহাস সর্বোচ্চ ৯ রানের বেশি করে উঠেছে, ছক্কা হয়েছে আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ ১২৬০টি, যা আগের সর্বোচ্চের চেয়ে ১৩৬টি বেশি। বোঝাই যাচ্ছে, টি–টোয়েন্টির এ টুর্নামেন্টটিতে ব্যাটসম্যানদের দাপট বাড়ছে। আইপিএলের মাঠে ব্যাটসম্যানদের দাপট দিনকে দিন বাড়তে থাকলেও নিলামের টেবিলে বোলারদেরই রাজত্ব। প্রশ্ন হলো, নিলামে বোলারদের প্রতি, বিশেষ করে পেসারদের জন্য কোটি কোটি টাকা কেন খরচ করছে দলগুলো? এবারের আইপিএলের মেগা নিলামে খেয়াল করলেও পেসারদের বাড়তি গুরুত্ব চোখে পড়বে। ২৪ ও ২৫ নভেম্বর জেদ্দায় হওয়া নিলামে মোট ১০ জন পেসার বিক্রি হয়েছেন ১০ কোটি বা এর চেয়ে বেশি টাকাতে। পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৮ কোটি টাকাতে বিক্রি হয়েছেন ভারতের অর্শদীপ সিং। ১২ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে বিক্রি হয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট, জশ হ্যাজলউড, জফরা আর্চার। ভারতের মোহাম্মদ সিরাজের দামও উঠেছে ১২ কোটি ২৫ লাখ টাকা। অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্কের দাম উঠেছে ১১ কোটি ৭৫ লাখ। এঁদের সবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দাপট দেখিয়েছেন বা এখনো দেখাচ্ছেন। তাঁদের দাম ওঠাটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া যায়। তবে এদের পরের সারির পেসারদের দামও উঠেছে চোখে পড়ার মতো। ভুবনেশ্বর কুমারের কথা ধরুন। আইপিএল এই পেসার তাঁর সময় কাটিয়েছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে। ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত খেলেছেন দলটিতে। তাদের হয়ে উইকেট নিয়েছেন ১৫৭টি। এই পেসারকে পেতে এবার রয়াল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু খরচ করছে ১০ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। হয়তো চিন্নাস্বামীর ছোট মাঠে ভুবনেশ্বরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইছে দলটি। পরিচিত ভারতীয় পেসার দীপক চাহার, নটরাজন, আবেশ খান, প্রসিধ কৃষ্ণাদের মধ্যে সবচেয়ে কম দামে বিক্রি হয়েছেন চাহারই। তাঁর দামও উঠেছে ৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা। টি–টোয়েন্টিতে এখনো সেভাবে নিজেকে প্রমাণ করতে না পারা মুকেশ কুমারও বিক্রি হয়েছেন ৮ কোটি টাকাতে। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়েছেন ঋষভ পন্ত (২৭ কোটি টাকা) ও শ্রেয়াস আইয়ার (২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা)। নিলামে তাঁরা অনেক বেশি দামে বিক্রি হবেন, সেটা প্রত্যাশিতই ছিল। আরেক উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল পাচ্ছেন ১৪ কোটি। ঈশান কিষানকেও এঁদের তালিকায় রাখা যায়। কারণ, জাতীয় দলে না হলেও আইপিএলে তিনিও তারকা। তাই মুম্বাই তাঁকে ছাড়ার পর সানরাইজার্স কিনেছে ১১ কোটি ২৫ লাখ টাকা দিয়ে। তবে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান জিতেশ শর্মার দাম উঠেছে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি। তিনি পাচ্ছেন ১১ কোটি। সব মিলিয়ে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ও শুধু ব্যাটসম্যান মিলিয়ে ১০ কোটির বেশি দাম উঠেছে ৭ জনের। অলরাউন্ডার হিসেবে মার্কাস স্টয়নিস ও ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে এই তালিকায় যোগ করলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৯ জনে। মানে শুধু পেসারদের চেয়ে এখনো একজন কম! স্পিনারদের মধ্যে দুজন বিক্রি হয়েছেন ১০ কোটির বেশি দামে।

৪ বলে ৪ ছক্কা না মেরেও ২৪ রান নিয়ে দলকে জেতালেন হারপ্রীত

আপনজন ডেস্ক: ৪ বলে রান লাগত ২৪। যেকোনো পর্যায়ের ক্রিকেটেই এই সমীকরণ মেলানো কঠিন। তবে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে আজ এই কঠিন সমীকরণ মিলিয়েছেন পাঞ্জাব অলরাউন্ডার হারপ্রীত ব্রার। সেটাও ৪ বলে ৪টি ছক্কা না মেরেই!
হারপ্রীত মূলত ৪ বলে নিয়েছেন ২৩ রান, যা এসেছে চরম নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে। মিজোরামের পেসার খিয়াংতে ভানরোতলিঙ্গার করা ওভারের তৃতীয় বলে হারপ্রীত মারেন ৪, চতুর্থ বলে ছক্কা। তাতে সমীকরণ দাঁড়ায় ২ বলে ১৪ রানের। এই ২ বলে হারপ্রীত দুটি ছক্কা মারলেও ম্যাচ জেতা সম্ভব হতো না পাঞ্জাবের। তবে পরের বলটি ভানরোতলিঙ্গা দেন ওয়াইড। তাতে পাঞ্জাবের ২ বলে দরকার হয় ১৩ রান। পরপর দুই বলে দুটি ছক্কা মারেন হারপ্রীত। তাতে পাঞ্জাবের রানও হয় মিজোরামের সমান ১৭৬। ম্যাচ যায় সুপার ওভারে। সেই সুপার ওভারে ভারতীয় অলরাউন্ডার রামানদীপ সিংয়ের এক ছক্কা ও এক চারে পাঞ্জাব তোলে ১৫ রান। মিজোরাম সুপার ওভারে করতে পারে ৭ রান। ৭ বলে ২৩ রান করা হারপ্রিত হন ম্যাচসেরা।
এবারের টুর্নামেন্টে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পাঞ্জাবের এটি ৪ ম্যাচের মধ্যে দ্বিতীয় জয়। মিজোরাম হেরেছে ৪ ম্যাচেই। পাঞ্জাবের অলরাউন্ডার হারপ্রিত ব্রারকেও আইপিএল নিলামেও ১ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে কিনেছেন পাঞ্জাব কিংস। বোঝাই যাচ্ছে, বেশ বুঝেশুনেই তাঁকে নিয়েছে প্রীতি জিন্তার মালিকানাধীন দলটি।
মুশতাক আলী ট্রফিতে গত ৩ দিনের মধ্যে দুইবার ১ ওভারে ৪টি ছক্কা মেরেছেন ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। আজ বারোডার হয়ে ত্রিপুরার স্পিনার পারভেজ সুলতানের ওভারে হার্দিক নেন ২৮ রান। গত ২৭ নভেম্বর তামিল নাড়ুর বিপক্ষে ম্যাচে ১ ওভারে নেন ২৯।
গত পরশু একই টুর্নামেন্টে গুজরাটের ব্যাটসম্যান উর্বিল প্যাটেল ২৮ বলে করেছেন সেঞ্চুরি, যা কিনা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুততম। আর স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় দ্রুততম।

আইপিএল ছাড়া অন্য লিগ নয়, ক্ষুব্ধ ইংলিশ ক্রিকেটারদের আইনি পদক্ষেপের হুমকি

আপনজন ডেস্ক: সিদ্ধান্ত এখনো চূড়ান্ত হয়নি। তবে গতকাল ইংলিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের দেশের বাইরের লিগগুলোয় খেলায় বিধিনিষেধ দিতে পারে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)।
এমন খবরের পর ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা ইসিবির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছেন, জানিয়েছে ইএসপিএন ক্রিকইনফো।
টেলিগ্রাফ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ইংল্যান্ডের ঘরোয়া মৌসুম চলার সময়ে অন্য বিদেশি লিগগুলোয় খেলতে ক্রিকেটারদের অনাপত্তিপত্র দেওয়া হবে না। এমন নিয়ম হলে আইপিএল ছাড়া বিদেশি সব লিগের ওপর বড় প্রভাব পড়বে।
গত মৌসুমে টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টের একটি অংশ না খেলে জেসন রয় খেলেছেন মেজর লিগ ক্রিকেটে, অ্যালেক্স হেলস খেলেছেন লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে। নতুন নিয়ম চালু হলে এ সুযোগ পাবেন না ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা।
পাকিস্তানের পিএসএল এবং যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ ক্রিকেটেই আসবে বড় ধাক্কা। এ দুই টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ডের অনেকেই খেলেন। আগামী বছর থেকে পিএসএল হবে এপ্রিল-মে মাসে। একই সময়ে ইংল্যান্ডে হবে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ।

হামজাদের নতুন কোচ নিস্টলরয়

আপনজন ডেস্ক: গত ২৪ নভেম্বর খবরটি জানিয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ ও লেস্টারসিটি নিউজ। চেলসির কাছে আগের দিন লেস্টারের ২–১ গোলে হারের পর মাত্র পাঁচ মাসেই কোচের পদ থেকে ছাঁটাই হন স্টিভ কুপার। এরপর টেলিগ্রাফ এবং লেস্টার সিটিকেন্দ্রীক সংবাদমাধ্যম লেস্টারসিটি নিউজ জানিয়েছিল, কুপার তাঁর মেয়াদে ক্লাবের বিভিন্ন খেলোয়াড়ের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে আছেন ইয়ানিক ভেস্তারগার্দ, হ্যারি উইঙ্কস ও হামজা চৌধুরী। শুধু তাই নয়, ডেনিশ ডিফেন্ডার ভেস্তারগার্ডকে কারণ ছাড়া অনুশীলনেরও বাইরে রেখেছিলেন কুপার। এই ওয়েলশ কোচ ছাঁটাই হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে লেস্টাররা ফুটবলাররা কোপেনহেগেনে পূর্ব–পরিকল্পিত পার্টিতে যোগ দেন। ডেনিশ মিডিয়া আউটলেট ‘এক্সত্রাব্লাদেত’–এর প্রকাশ করা ভিডিওতে দেখা যায়, লেস্টারের খেলোয়াড়েরা সে পার্টিতে ক্লাবের সাবেক কোচ এনজো মারেসকার উদ্দেশে একটি বার্তা দেখাচ্ছেন, ‘এনজো, আই মিস ইউ।’ অর্থাৎ কুপার ছাঁটাই হওয়ার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ‘এককাট্টা’ ছিলেন হামজারা। তবে ক্লাব কিন্তু মারেসকাকে ফেরায়নি। কুপারের জায়গায় কোচ পদে নেদারল্যান্ডসের সাবেক স্ট্রাইকার রুড ফন নিস্টলরয়কে বসিয়েছে লেস্টার। প্রশ্ন হলো, তাঁর অধীনে লেস্টারে কতটা সুযোগ পাবেন হামজা? নিস্টলরয়ের বিষয়টি আগে জানানো যাক। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এরিক টেন হাগের সহকারী হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন নিস্টলরয়। টেন হাগ ছাঁটাই হওয়ার পর অন্তবর্তী কোচের দায়িত্বও নেন ক্লাবটির সাবেক এ খেলোয়াড়। ইউনাইটেডে থেকে যাওয়ার ইচ্ছাও ছিল নিস্টলরয়ের। কিন্তু ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি রুবেন আমোরিমকে কোচ পদে নিয়োগ দেওয়ায় ইউনাইটেড ছাড়েন নিস্টলরয়। ডাচ ক্লাব পিএসভির কোচের দায়িত্ব পালন করা নিস্টলরয় তার পর থেকেই বেকার বসে ছিলেন। কুপারকে ছাঁটাই করে লেস্টার তাঁকে নিয়ে আসতেও পারে–এমন গুঞ্জন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে ভাসলেও তাতে তেমন জোর ছিল না। কিন্তু সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো গতকাল।

শীতের আমেজে ক্যানিংয়ে এমএলএ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন:শীতের আমেজ শুরু হতেই ক্যানিংয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বাঙালীর সেরা খেলা ফুটবল টুর্ণামেন্ট।ক্যানিংয়ের মিঠাখালি প্রতিলিপি সংঘের পরিচালনা মাতলা ১,২ ও দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নবম বর্ষের এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট আনুষ্ঠিত হবে ক্যানিংয়ের স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স ময়দানে। ক্যানিং নিউষ্টার,সংহতি ও শিরিষতলা ক্লাবের পূর্ণ সহযোগিতায় এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে সমগ্র রাজ্যের মোট ৮ টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করবে।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শতাধিক ফুটবল দল খেলার জন্য আবেদন করেছিলেন। লটারির মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ‘এসটি একাদশ লেকটাউন’ , ‘নিউ আলিপুর রেড ষ্টার অ্যাসোসিয়েশন’ , ’খাঁজাবাবা ঘুটিয়ারী’ , দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারাম পুরের ‘প্রামাণিক এন্টার প্রাইজ’ , হাওড়ার ‘ডোমজুড় যুব সমিতি’ , ‘একতা সংঘ ক্যানিং’ , এ আর নালন্দা এফ সি’ , ও ক্যানিংয়ের সাতমূখীর ‘তামিম বিল্ডার্স’ এই ৮ টি ফুটবল দল কে মনোনীত করেছেন টুর্ণামেন্ট কমিটি।
লটারিতে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস,ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অরিত্র বসু,দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়,উপপ্রধান বিশ্ব দাস,মাতলা ১ পঞ্চায়েত উপপ্রধান প্রদীপ দাস,তন্ময় দেবনাথ,তপন জানা সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।
চাঁদমুনি দাস ও বিহারীলাল দাস স্মৃতি ট্রফি এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে শুরু হবে আগামী ২১ ডিসেম্বর।ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে ২৯ ডিসেম্বর।
টুর্ণামেন্ট প্রসঙ্গে সভাপতি উত্তম দাস জানিয়েছেন ‘বাঙালীর সেরা খেলা ফুটবল। শীতের আমেজে যাতে হাজার হাজার ফুটবলপ্রেমী দর্শক ফুটবল খেলা উপভোগ করতে পারেন তারজন্য এমন ফুটবল মহাযজ্ঞের আয়োজন।’
টুর্ণামেন্ট কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় বিশ্বাস জানিয়েছেন ‘এমএলএল কাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে জয়ী ও রানার্স দলের জন্য সুদৃশ্য ট্রফি সহ ২০ লক্ষ টাকার অধিক পুরষ্কার রয়েছে।’
টুর্ণামেন্ট প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন ‘শীতের আমেজে হাজার হাজার দর্শক যেমন ফুটবল খেলা উপভোগ করবেন। তেমনই দর্শকদের আরো বেশি আনন্দ দেওয়ার জন্য পুরস্বারও রয়েছে।’

NAME CHANGE
I, Yasmin Parvin, daughter of Late Md. Majibar Rahaman, resident of puratanpally, Islampur, U.D. hereby declare through an affidavit sworn on 26th November 2024 at Islampur E.M. Court that my father’s name has been wrongly recorded as “Suja Majibar Rahaman” in my PAN Card. However, the correct name as per my academic and other official documents is “Md. Majibar Rahaman”.

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**